পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 318 Thursday, 23 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১৮ সংখ্যা ✱ ৫ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এসআইআর-এর আগে শোকজ!

৬০০ বিএলও-র কাছে কারণ জানতে চায় কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ বাংলায় যে কোনও সময় শুরু হবে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা। প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই আগে শোকজ করা হল ৬০০ জন বিএলও-কে। নির্বাচন কমিশনের কাজে অংশ নেন এই বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসাররা। ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এই বিএলও-রা। বাংলায় ধাপে ধাপে ৬০০ বিএলও-কে দেওয়া হয়েছে শোকজ নোটিস। কেন তারা কমিশনের কাজ করতে চাইছেন না, তার সঠিক কারণ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, একাধিক বিএলও কমিশনের কাজে অংশ নিতে চাইছেন না। এই প্রসঙ্গে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, ''এসআইআরের বিরোধিতা করছি না। আমরা সবরকম সাহায্য

করতে রাজি আছি। তাই বলে এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা হতে দিতে পারবে না। স্কুলের একমাত্র শিক্ষক বলে বা নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের একমাত্র শিক্ষক বলে যারা বিএলও-র কাজ করতে চাইছেন না, তাদের পাশে আছি।'' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ রাজ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন, তাই কাজ করতে চাইছেন না।'' তৃণমূল দিকে দিকে আতঙ্ক তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বলে শাসক দলের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। তবে তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''বেছে বেছে শোকজ করা হয়েছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। এভাবে শোকজ করার কোনও আইনি এক্তিয়ার নেই কমিশনের।'' এদিকে, নির্বাচন কমিশনের নজরে বিএলও নিয়োগ। চার হাজারেরও বেশি বিএলও-দের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। জেলাশাসকদের থেকে এবার রিপোর্ট চাইল সিইও দফতর। কোথাও কোথাও সহকারি শিক্ষিকা হিসেবে দেখিয়ে পার্শ্ব শিক্ষিকাদের বিএলও-দের কাজে পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ম্যাপিংয়ে 'অমিল'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ খুব শীঘ্র রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর ঘোষণা করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে বাড়ছে জল্পনা। সেই আবহে 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং'-এ যে চিত্র সামনে এসেছে, তাতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা বাদ দিয়ে রাজ্যের সব জেলায় ম্যাপিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। আর যে 'অমিল' সামনে এসেছে, তাতে নানা প্রশ্ন উঠছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার জন্য ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হয় রাজ্যে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগনা, কোচবিহার, পশ্চিম বর্ধমানে ৫০ শতাংশের নীচে ম্যাপিং অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের তালিকায় ৫০ শতাংশের নিচে মিল রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় জায়গা পাওয়া ৫০ শতাংশের বেশি ভোটার ২০০২ সালের তালিকায় ছিলেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মিল মাত্র ৫০ শতাংশ। সীমান্তবর্তী এলাকা পশ্চিম বর্ধমানে ম্যাপিং ৪০ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ বর্তমান ভোটার তালিকায় থাকা ৬০ শতাংশের বেশি ভোটারের নাম ২০০২ সালের পর উঠেছে। কোচবিহারে ৪৬ শতাংশ মিল পাওয়া গিয়েছে। আবার কালিম্পংয়ে ৬০ শতাংশ মিল পাওয়া গিয়েছে। করুণ ছবি উত্তর ২৪ পরগনায়। সেখানে মিল পাওয়া গিয়েছে ৪১ শতাংশ। কমিশনের যুক্তি, মৃত ভোটার এবং বাসিন্দারা অন্য জায়গায় চলে যাওয়ায় ম্যাপিং ১০০ শতাংশ মেলা সম্ভব নয়। কিন্তু, যেসব জেলায় ৫০ শতাংশের বেশি ভোটারের নাম ২০০২ সালের পর উঠেছে, সেইসব জেলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ম্যাপিংয়ে এত অমিল কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

ভারতের শুল্ক ১৫ শতাংশ করে দেবে আমেরিকা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ বরফ গলছে ভারত-আমেরিকার মধ্যে? অবশেষে চূড়ান্ত হতে পারে ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি। এতে ভারতের উপরে আমেরিকার চাপানো শুল্কেও প্রভাব পড়তে পারে। ৫০ শতাংশ শুল্ক কমে ১৫-১৬ শতাংশ শুল্ক হতে পারে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। মূলত শক্তি ও কৃষি ক্ষেত্রে নিয়েই আলোচনা

হয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারতের ক্রুড তেল কেনার পরিমাণও কমানো হবে-এই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে, যার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকা করে যাচ্ছিল। ওয়াশিংটন চায়, রাশিয়া উপরে গোটা বিশ্বের নির্ভরশীলতা কমুক। সরকারি সূত্রে খবর, ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। চলতি মাসের শেষেই আসিয়ান সামিট-র আগে এই চুক্তি চূড়ান্ত করা হতে পারে, যার ঘোষণা এই সামিটে করা হবে। তবে এখনও বাণিজ্য মন্ত্রক বা আমেরিকার হোয়াইট হাউস থেকে এই বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মিন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত এই চুক্তির অংশ হিসাবে আমেরিকা থেকে ভুট্টা, সয়ামিলের মতো নির্দিষ্ট কিছু কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বাড়াতে পারে। আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বাজারে ঢোকার চেষ্টা করছে। ভারত আমদানি বাড়ালে, তার পরিবর্তে আমেরিকা ভারতের উপরে আমদানি শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে একধাক্কায় ১৫-১৬ শতাংশ করে দিতে পারে। এতে ভারতের বিভিন্ন রফতানি ব্যবসা, যেমন বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য তুলনামূলকভাবে আমেরিকায় ফের সস্তা হতে পারে।

দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে শবরীমালায় পুজো দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু

সংবাদ সংস্থা, তিরুঅনন্তপুরম, ২২ অক্টোবরঃ কেরলের শবরীমালা মন্দিরে বুধবার ভগবান আয়াপ্পাকে পুজো দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও রাষ্ট্রপ্রধান এই বিখ্যাত তীর্থস্থানে পুজো দিলেন গিয়ে। পাম্পা থেকে সন্নিধানম পর্যন্ত পাহাড়ি পথ পেরোতে তাঁর জন্য বিশেষ চার-চাকা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এদিন। রাষ্ট্রপতির এই সফরকে ঘিরে ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড ও রাজ্য পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলেছিল গোটা এলাকা। সন্নিধানমে পৌঁছে ১৮টি পবিত্র সিঁড়ি বেয়ে আয়াপ্পার দরবারে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান কেরলের দেবস্বম মন্ত্রী ভি এন বাসাবন এবং ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ডের সভাপতি পি এস প্রশান্ত। মন্দিরের তন্ত্রি কন্দরারু মহেশ মোহনারু তাঁকে পূর্ণ কুম্ভ দিয়ে

অভ্যর্থনা জানান। রাষ্ট্রপতি নিজে মাথায় পবিত্র ইরুমুডিকেট্টু (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পুজোর সামগ্রী) নিয়ে আয়াপ্পার দর্শন করেন। পরে সেই পবিত্র পোঁটলাগুলি মন্দিরের সিঁড়িতে রেখে দেন তিনি ও তাঁর দল। তাঁদের ইরুমুডিকেট্টু গ্রহণ করে পুজো সম্পন্ন করেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মেলশান্তি। এরপর রাষ্ট্রপতি কাছাকাছি মালিকাপ্পুরম দেবীর মন্দিরেও পুজো দেন। শেষে দেবস্বম বোর্ডের অতিথিশালায় ফিরে বিশ্রাম নেন ও মধ্যাহ্নভোজ সারেন। এই সময় সাধারণ ভক্তদের দর্শনে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। দ্রৌপদী মুর্মু প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে শবরীমালার ভগবান আয়াপ্পা দর্শন করলেন। এর আগে ১৯৭০-এর দশকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এই মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই মন্দিরে পূজিত হন ভগবান আয়াপ্পা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, এই আয়াপ্পা হলেন শিব ও মোহিনীর পুত্র। মোহিনী, যিনি আদতে ভগবান বিষ্ণু। সমুদ্র মন্থনের সময় অসুর থেকে অমৃত পান থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিনি লিঙ্গ পরিবর্তন করে মোহিনী রূপ ধারণ করেন এবং তাঁর এই মোহিনী রূপে আবার আকৃষ্ট হন ভগবান শিব। সেখান থেকে জন্ম হয় ভগবান 'আয়াপ্পার।' পুরাণ মতে, এই আয়াপ্পা সারাজীবন ব্রহ্মচারীর ধর্ম পালন করেছেন। বিতর্ক শুরু হয় এখান থেকেই। ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে মন্দির কমিটি। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় ঝড় ওঠে। আন্দোলন, বিতর্ক, নিষেধাজ্ঞা নস্যাৎ করে মন্দিরে ওঠার চেষ্টা, কিছুই বাদ যায়নি। মহিলাদের আন্দোলনে একসময় প্রতিদিন শিরোনামে থাকত এই মন্দির। এই নিয়ে বিতর্ক কম-বেশি এখনও রয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই মন্দিরে পা রাখা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। উল্লেখ্য, এদিন অল্পের জন্য রক্ষা পান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কেরলে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়লেন তিনি। কেরলের প্রমাদমে রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার নামতেই ধসে গেল নতুন তৈরি হওয়া হেলিপ্যাড। পরে হেলিকপ্টারটিকে ঠেলে কোনওক্রমে

সোজা করা হয়। আজ, বুধবার সবরীমালা মঃিদর দর্শনে যান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কেরলের প্রমদমে তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণ করে। হেলিকপ্টারটি নামতেই সিমেন্টের টারম্যাক ধসে যায়। রাষ্ট্রপতি গাড়িতেই পাম্বার উদ্দেশে রওনা দেন। এরপর দেখা যায়, পুলিশ ও দমকলকর্মীরা এয়ারফোর্স এমআই-১৭ চপারটি ঠেলে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করছেন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রমাদমে রাষ্ট্রপতির কপ্টার অবতরণ করবে। আগে পাম্বার কাছে নিলাকলে অবতরণ করার কথা ছিল, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে স্থান বদল করা হয়। শেষ মুহূর্তেই হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন করে হেলিপ্যাড তৈরি হওয়ায় কংক্রিট জমেনি। সেই কারণে হেলিকপ্টারের ওজন নিতে পারেনি। কপ্টারের চাকা যেখানে ছিল, সেখানে ফাটল ধরেছে। এই দুর্ঘটনার খবর শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় কেরল সফরে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজি আজ বড় দুর্ঘটনা এড়াতে পারলেন। ওঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।'

পাকিস্তানে মহিলাদের জন্য জিহাদি কোর্স শুরু করছে জইশ, ফি ৫০০ টাকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

জইশ-ই-মহম্মদ-কে জাতিসংঘ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলেই ঘোষণা করেছে। আর এরপরই দেখা যাচ্ছে, নতুন রূপে পাকিস্তানে সক্রিয় হচ্ছে তারা। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলছে, সংগঠনটি এখন 'জামাত উল-মুমিনাত' নামে নারীদের জন্য একটি ইউনিট গঠন করেছে এবং তার জন্য চালু করেছে অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সও! তার নাম- 'তুফাত আল-মুমিনাত'। এই অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে জইশ মহিলাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য নিয়োগের কাজ চালাবে। সূত্রের খবর, আগামী ৮ নভেম্বর থেকেই শুরু হবে এই নিয়োগ অভিযান। জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের দুই বোন, সাদিয়া আজহার ও সামাইরা আজহার, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নেতৃত্বে আছে বলে সূত্রের খবর। প্রতিদিন ৪০ মিনিটের 'লেকচার'-এ তাঁরা ইসলামের ব্যাখ্যা ও তথাকথিত 'জিহাদি দায়িত্ব' সম্পর্কে অন্য মহিলাদের শিক্ষা দেবে বলে জানা গেছে। সংগঠনের নতুন নারী শাখা 'জামাত উল-মুমিনাত'-এর নেতৃত্বও সাদিয়া আজহারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার স্বামী ইউসুফ আজহার যিনি মে মাসে ভারতের 'সিঁন্দুর অভিযানে'-এর সময় বাহাওয়ালপুরে জঈশের সদর

দফতরে বিমান হামলায় নিহত। মাসুদ আজহারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এই ইউসুফ। এছাড়া আফরির ফারুক, যিনি জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে হামলাকারী উমর ফারুকের স্ত্রী, তাকেও এই নারী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতি অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ পাকিস্তানি রুপি (প্রায় ১৫৬ টাকা)। সে দেশে নারীদের একা বাইরে যাওয়া অনুচিত মনে করা হয়। তাই এই টাকা অনলাইনেই সংগ্রহ করা হচ্ছে। গত ৮ অক্টোবর মাসুদ আজহার এই নারী ইউনিট গঠনের ঘোষণা করেছিল। এরপর ১৯ অক্টোবর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয় 'দুখতারান-এ-ইসলাম' নামের এক সভা, যেখানে মহিলাদের সংগঠনে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীদের অনলাইন প্রচার ও নিয়োগের মাধ্যমে সংগঠনের প্রসার ঘটাতে এটি পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির এক নতুন কৌশল।

গঙ্গার পাড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটার পর একটা ভোটার কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ অক্টোবরঃ রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর আবহ চলছে। তার মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে, আজ অর্থাৎ বুধবার হুগলির চুঁচুড়া রূপনগর মাঠে গঙ্গার পাড়ে নির্জন জায়গায় গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর তারপর থেকেই ছড়ায় তুমুল চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, হুগলির জেলা শাসক দফতর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তবে এই জায়গায় কে বা কারা ভোটার তালিকা ফেলে দিয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। বস্তুত, সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যেই কমিশন এসআইআর করতে পারে বাংলায় তেমন আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা চলছে এই বিষয়ে। শাসক তৃণমূলের দাবি, বৈধ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত কোনও ভাবেই মানা হবে না। আবার বিজেপির দাবি, এসআইআর-এ ভুয়ো মৃত অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ প।বে তাতেই আশঙ্কিত হয়ে পরেছে শাসক তৃণমূল। এসআইআর ম্যাপিং শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা স্বপন পাল বলেন, ''ভোটার তালিকা কোন সালের দেখা প্রয়োজন। এসআইআর আবহে কেন ভোটার তালিকা ফেলে দেওয়া হল সেটা প্রশাসক দেখুক।''

খয়রাশোলে কাউকে সভাপতি না করে ৪ জনের কমিটি গঠন, কেন এমন সিদ্ধান্ত তৃণমূলের?

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ অক্টোবরঃ বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকে কাউকে সভাপতি না করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গঠন করা হয়েছে চারজনের একটি পরিচালন কমিটি। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, এ কি নেতৃত্বের অভাব, নাকি দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতেই এই পদক্ষেপ? বিজেপি সরাসরি কটাক্ষ করে বলেছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে না পেরেই তৃণমূল কাউকে সভাপতি করতে পারেনি। যদিও শাসক শিবিরের দাবি, এটি সম্পূর্ণই সংগঠন শক্তিশালী করার একটি কৌশল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও প্রশ্নই নেই। উল্লেখ্য, খয়রাশোল ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। অতীতে এখানকার একাধিক তৃণমূল ব্লক সভাপতি খুনের ঘটনায় দলের অন্দরেই অভিযোগ উঠেছিল। ২০১৩ সালে খুন হন তৎকালীন ব্লক সভাপতি অশোক মুখোপাধ্যায়। তার এক বছরের মধ্যেই খুন হন প্রাক্তন সভাপতি অশোক ঘোষ। এর চার বছর পর খুন হন অশোক ঘোষের ভাই ও পরবর্তী সভাপতি দীপক ঘোষ। এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলির পেছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করে এসেছে বিরোধীরা। দীর্ঘদিন ধরেই অশোক মুখোপাধ্যায় ও অশোক ঘোষ এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই ছিল প্রবল। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা থিতু হলেও, অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুন পুরোপুরি নিভে যায়নি। দীপক ঘোষের মৃত্যুর পর ব্লকের সভাপতি হন কাঞ্চন অধিকারী। তিনি কোর কমিটির অন্যতম সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। কিন্তু পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পান কোর কমিটির আর এক সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, যার সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ২০২৩ সালে কাঞ্চন অভিযোগ করেন যে, সুদীপ্ত ঘোষের হস্তক্ষেপে তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই অভিযোগের

ভিত্তিতেই প্রথমে সুদীপ্তকে পর্যবেক্ষক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সাতজন অঞ্চল সভাপতির সমর্থনে আবারও পর্যবেক্ষকের পদে ফেরেন সুদীপ্ত। এরপর থেকেই কাঞ্চন কার্যত একঘরে হয়ে পড়েন এবং শেষমেশ ব্লক সভাপতি পদ ছেড়ে দেন। এরপর প্রথমে গঠিত হয় পাঁচজনের কমিটি। তবে লোকসভা ভোটের আগে কাঞ্চন নিজেই সরে দাঁড়ান। তারপর থেকে ব্লকের দায়িত্ব চলে আসে চারজনের হাতে। সদ্য প্রকাশিত ব্লক সভাপতির তালিকায়ও দেখা গেছে, খয়রাশোলে সভাপতির পরিবর্তে এই চারজনের কমিটিকেই রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন শ্যামল গায়েন, উজ্জ্বল কাদেরি, কাঞ্চন দে এবং মৃণালকান্তি ঘোষ, চারজনই সুদীপ্ত ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। এই তালিকা প্রকাশ হতেই বিজেপি ফের আক্রমণ শানিয়েছে শাসক দলকে। দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, ''খয়রাশোলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের চিরকালীন সমস্যা। সেই ভেতরের লড়াই সামলাতেই সভাপতি না রেখে কমিটি করা হয়েছে। কিন্তু এতে কিছুই লাভ হবে না।'' তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, কমিটির কাজেই ব্লকে সংগঠন আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েছে। দলের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় জানান, খয়রাশোল ব্লকে গত বিধানসভা নির্বাচনে সাড়ে তিন হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। কিন্তু গত লোকসভা ভোটে এই কমিটির পরিচালনায় সাড়ে চার হাজার ভোটে লিড পেয়েছে তৃণমূল। তাই নেতৃত্ব কমিটির উপরই আস্থা রেখেছে।

মেট্রো যেন লোকাল ট্রেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন

দীপাবলির রাতে আচমকা ঢুকে পড়েছিল 'অতিথি, চারপেয়ে। চলন্ত মেট্রোর কামরায় পথ কুকুর দেখে চমকে উঠেছিলেন যাত্রীরা। আতঙ্ক, হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি-সব মিলে তখন চাপে পড়েছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দাবি করা হয়েছিল, বিচ্ছিন্ন ঘটনা! তবে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বলছে, বিচ্ছিন্ন নয়, এ যেন নিত্য স্বাভাবিক! গত ৯ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরামগামী মেট্রোর কামরায় দেখা গিয়েছিল আরও অদ্ভুত দৃশ্য। এক ব্যক্তি হেলমেট পরে, কম্বল মুড়িয়ে দিব্যি কামরায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছে দুটি থলি আর একটি পিঠ ব্যাগ। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বাড়ির ড্রয়িং রুমে দিবানিদ্রায় গিয়েছেন তিনি! যাত্রীদের একাংশ বলছেন, এমন দৃশ্য লোকাল ট্রেনে প্রায়শই দেখা যায়, কিন্তু কলকাতা

মেট্রোয়? হেলমেট পরে মুখ ঢেকে রাখা অবস্থায় কোনও যাত্রী যদি হঠাৎ অন্য কারও উপর চড়াও হন, তাহলে কীভাবে শনাক্ত করা যাবে? সিসিটিভি-তে মুখই যখন নেই, শনাক্তই বা কী করে হবে? ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়ায় কামরায়। নোয়াপাড়া স্টেশনে ওই যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়, যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে। কিন্তু ততক্ষণে উঠে গিয়েছে গুরুতর প্রশ্ন- এই হেলমেটধারী কামরায় ঢুকলেন কীভাবে? মেট্রোর প্রতিটি প্রবেশপথে রয়েছে স্ক্যানার, নিরাপত্তারক্ষী, তল্লাশি ব্যবস্থা। তবু হেলমেট পরে এক ব্যক্তি কীভাবে ঢুকে পড়লেন চলন্ত ট্রেনে? নজরদারি কতটা কাজ করছে, সে নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। রীতিমতো ক্ষুব্ধ যাত্রীদের একজন বলেন, ''এবার মেট্রোতে উঠতে গেলে নিজের হেলমেট সঙ্গে রাখতে হবে মনে হচ্ছে!'' শুধু নিরাপত্তা নয়, যাত্রীদের ক্ষোভ রয়েছে পরিষেবা নিয়েও। বহু স্টেশনে নেই পর্যাপ্ত পানীয় জল। অনেক স্টেশনে এস্কেলেটর বিকল, লিফট খারাপ। সময়মতো ট্রেন চলে না, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় ফিডার রুট। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, কলকাতা মেট্রো এখন আর সেই আগের মতো নেই। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, পরিষেবা-সব তলানিতে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মেট্রো রেলের কোনও অফিসিয়াল প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রশ্ন কিন্তু একটা থেকেই যায়, কলকাতা মেট্রো কি আর যাত্রীদের জন্য নিরাপদ? যাত্রীদের কথায়, আজ কুকুর, কাল হেলমেটধারী... এরপর কী?

উত্তর-পূর্বের গেরুয়া রাজ্যে ছড়াচ্ছে আদিবাসী বিদ্রোহের আগুন

হি.স., ইটানগর, ২২ অক্টোবরঃ অরুণাচল প্রদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক সরকারকে একটি কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে। তারা বলেছে ১৯৭৮ সালের অরুণাচল প্রদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অ্যাক্ট (এপিএফআরএ) কার্যকর করুন, না হলে আমরা রাস্তায় নামব। এই আইনটি, যা ৪৬ বছর ধরে কাগজের উপর শুধু থেকে গেছে, আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং পরিচয় রক্ষার জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল ইটানগরের রাস্তায় হাজার হাজার আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মিছিল করে বেরিয়ে এসেছেন, যাতে ২৭টি জেলা, ২৬টি প্রধান উপজাতি এবং ১০০টিরও বেশি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব ছিল। ইন্ডিজেনাস ফেইথ অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি অফ অরুণাচল প্রদেশ (আইএফসি এসএপি)-এর নেতৃত্বে এই মিছিলটি সরকারের দরজায় পৌঁছে দাবি তুলে ধরেছে যে, এই আইন না কার্যকর করলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে পড়বে। এই আন্দোলন অরুণাচলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে, যেখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এবং আদিবাসীদের দাবি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই মিছিলের মূলে রয়েছে অরুণাচলের আদিবাসীদের গভীর উদ্বেগ। রাজ্যের বেশিরভাগ জনগণ আদিবাসী উপজাতি, যারা ডোনিয়ি-পোলো (সূর্য-চন্দ্র উপাসনা),

বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম এবং প্রকৃতি পূজার মতো ঐতিহ্যবাহী ধর্ম অনুসরণ করে। কিন্তু গত কয়েক দশকে খ্রিস্টধর্মের প্রসারে অনেক আদিবাসী এই ধর্মে যোগ দিয়েছে, যা তারা বলছেন জোরজবরদস্তি, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে ঘটছে। আইএফসি এসএপি-এর সভাপতি এমআই রুমি মিডিয়াকে বলেছেন, ''১৯৭৮ সালে রাজ্যের প্রথম আইনসভায় এই আইনটি পাস হয়েছে, যাতে আদিবাসী সমাজের কল্যাণ ঘটে। কিন্তু ৪৬ বছর ধরে এটি কার্যকর হয়নি, ফলে আমাদের সংস্কৃতি হুমকির মুখে। এই আইন কার্যকর করলে আমরা আমাদের পরিচয় রক্ষা করতে পারব।'' মিছিলকারীরা স্লোগান দিয়েছেন 'এপিএফআরএ কার্যকর করুন, আদিবাসী সংস্কৃতি বাঁচান'। এই দাবি গৌহাটি হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ একটি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের পর কোর্ট সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে আইনের নিয়মাবলী চূড়ান্ত করার সতর্কবার্তা দিয়েছে। এপিএফআরএ আইনটি ধর্মান্তরণকে 'জোর, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে' নিষিদ্ধ করে এবং এর জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা দুই বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখে। ১৯৭৮ সালে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পি কে থুঙ্গনের আমলে এটি পাস হয়, যখন অরুণাচলের আদিবাসী সমাজ বাইরের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এমন আইনের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো নিয়মাবলী তৈরি না করে এটিকে স্থগিত রেখেছে। আইএফসি এসএপি-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পাই ডাওয়ে বলেছেন, ''এই আইনটি আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, না যে অন্যের ধর্মের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাইরের মিশনারিরা আমাদের যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে, যা আমাদের সমাজকে বিভক্ত করছে।'' আদিবাসীরা বলছেন, খ্রিস্টধর্মের প্রসারে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে, এবং এই আইন কার্যকর না হলে তাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব, নৃত্য এবং বিশ্বাস সব হারিয়ে যাবে।

রেড করিডোর এখন গ্রোথ করিডোরে রূপান্তরিত হচ্ছে ঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার সকালে পুলিশ স্মৃতি উদযাপন দিবসে নতুন দিল্লির জাতীয় পুলিশ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর লাদাখের উষ্ণপ্রস্রবণে সশস্ত্র চীনা সৈন্যদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ১০ জন পুলিশ শহীদ হন। তাঁদের স্মৃতিতে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেন, নকশালদের আতঙ্কে একসময়. কাঁপতে থাকা এলাকাগুলি এখন রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল এবং কলেজের জন্য গর্ব করে। যে এলাকাগুলি আগে নকশালদের কেন্দ্রস্থল ছিল, এখন শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ভারতের যে এলাকাগুলি রেড করিডোর হিসাবে কুখ্যাত ছিল, সেগুলি এখন গ্রোথ করিডোরে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের পুলিশ বাহিনী এবং নিরাপত্তা কর্মীরা সরকার যে রূপান্তর অর্জন করেছে তাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নিরাপত্তা কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, এই সমস্যাটি এখন ইতিহাসে পরিণত হচ্ছে।রাজনাথ সিং আরও বলেন, নকশালবাদ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি সমস্যা। কিন্তু আমরা এই সমস্যাটিকে আরও বাড়তে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সমস্ত আধাসামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতামূলক কাজ প্রশংসনীয়। সমগ্র দেশ আত্মবিশ্বাসী যে আগামী বছরের মধ্যে এই সমস্যা নির্মূল হয়ে যাবে। নকশালবাদ দ্বারা প্রভাবিত জেলার সংখ্যাও খুব কম এবং আগামী বছরের মার্চের মধ্যে সেগুলিও নির্মূল হয়ে যাবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ বলেন, এটা অত্যন্ত দু ঃখের বিষয় যে, দীর্ঘদিন ধরে, আমরা, একটি সমাজ এবং একটি দেশ হিসেবে, পুলিশের অবদানকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিতে পারিনি। তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য যে ইতিবাচক প্রচেষ্টা করা উচিত ছিল, তা আমরা করিনি। তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, আমরা ২০১৮ সালে জাতীয় পুলিশ স্মারক প্রতিষ্ঠা করেছি। এর পাশাপাশি, আমরা পুলিশকে আধুনিক অস্ত্র এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেছি। একটি দেশ হিসেবে, আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিন্তু সেগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সম্পদ সীমিত। অতএব, আমাদের অবশ্যই সেই সম্পদগুলিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটি কেবলমাত্র নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় এবং একীকরণের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।

গোবর্ধন পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী যোগীর শুভেচ্ছা, গোরক্ষপুরে পুজো করে তুলে ধরলেন গোমাতা রক্ষায় সরকারের উদ্যোগের কথা

গোরক্ষপুর, ২২ অক্টোবর ঃ দীপোৎসবের পবিত্র পর্বে গোবর্ধন পুজোর দিনে গোরক্ষপুরের বাতাসে ছিল উৎসবের আবহ। সকাল থেকেই গোরক্ষনাথ মন্দিরে ঢল নামে ভক্তদের। গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা, পুজো ও সেবার এই দিনটিকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ছিল ভক্তি ও আনন্দের মিশেল। সেই মন্দিরেই উপস্থিত হয়ে গোবর্ধন পুজো করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পন্ন করলেন পুজার্চনা, আর পুজো শেষে নিজের হাতে গবাদি পশুদের খাওয়ালেন খাবার। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উচ্ছ্বাস।যোগী আদিত্যনাথ শুধু পুজো করেই থেমে থাকেননি, এই পবিত্র দিনে তিনি পশুদের স্নান করিয়ে দিলেন ভারতের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব। তিনি বলেন, আজ পবিত্র গোবর্ধন পুজো, এটি দীপোৎসবের অপরিহার্য অংশ। আমি এই শুভক্ষণে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রতীক। গোমাতা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।যোগী আরও বলেন, আজ সকালে গোমাতা পুজো ও তাঁদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। গোমাতার সেবা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। ভারতীয় গবাদি পশু কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা ভারতের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় গোবর্ধন যোজনা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোবর থেকে জৈব সার ও ইথানল তৈরির প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি শুধু পরিবেশবান্ধব নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার এক মহ উদ্যোগ।গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে যোগীর উপস্থিতি ঘিরে সকাল থেকেই ছিল ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উত্তর প্রদেশ পুলিশের একাধিক আধিকারিক ছিলেন মোতায়েন। মন্দিরে ভোর থেকেই শুরু হয় আরতি, ভজন ও গোসেবা। উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। মুখ্যমন্ত্রী পুজো শেষে গোমাতাদের হাতে কলা, গুড়, খৈল ও ঘাস খাওয়ান। গবাদি পশুদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ দেন এবং বলেন, গোমাতা আমাদের সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। গোমাতার সেবা মানেই মানবসেবার এক রূপ।উত্তর প্রদেশ সরকার গত কয়েক বছরে গবাদি পশু কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করা হয়েছে গোশালা, যেখানে অসহায়, আহত ও পরিত্যক্ত গরুদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা গোশালাগুলিকে শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেই দেখি না, এগুলি এখন গোমাতার সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কেন্দ্র। প্রতিটি জেলাতেই সরকার গোসেবা যোজনা কার্যকর করছে। এছাড়াও, গোবর থেকে সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে।যোগী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর গোবর্ধন যোজনার মাধ্যমে আজ গোবর হচ্ছে গ্রামীণ সম্পদের নতুন প্রতীক। আগে যেখানে গোবরকে বর্জ্য হিসেবে দেখা হত, এখন তা থেকে তৈরি হচ্ছে জৈব সার, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি, গোবর থেকে তৈরি ইথানল দেশের জ্বালানি নির্ভরতা কমাচ্ছে। এটি একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনি গ্রামের অর্থনীতিকেও স্বনির্ভর করছে।তিনি এও জানান, উত্তর প্রদেশ সরকার গোমাতার চিকিৎসা, খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ করেছে। রাজ্যে ৫০০টিরও বেশি সরকারি গোশালা পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৬ লক্ষেরও বেশি গবাদি পশুর যত্ন নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, প্রতিটি ব্লকে গোমাতা কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে, যাতে গ্রামের কৃষকরা তাদের গবাদি পশুর যত্ন নিতে সাহায্য পান।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোবর্ধন পুজো আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি সম্মান। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এই দিনে গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন মানুষ ও গোমাতাদের রক্ষার জন্য। সেই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে, আমাদের গোমাতা ও গবাদি পশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তারা শুধু প্রাণী নয়, আমাদের জীবনের সঙ্গী, কৃষিক্ষেত্রের সহায়ক এবং পরিবেশের রক্ষক।গোরক্ষনাথ মন্দিরের মহন্ত হিসেবে যোগীর এই উৎসব সবসময়ই রাজ্যের মানুষের কাছে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রতি বছরই তিনি এখানেই দীপাবলি ও গোবর্ধন পুজো করেন। তাঁর নেতৃত্বে মন্দির প্রাঙ্গণজুড়ে সেজে ওঠে আলোকসজ্জা, দীপ প্রজ্বলনে ভরে ওঠে পুরো এলাকা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মন্দিরের চারপাশে সাজানো হয়েছিল প্রদীপ ও ফুলের মালা। সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা কৃষ্ণলীলার মাধ্যমে গোবর্ধন পর্বতের কাহিনি উপস্থাপন করেন।পুজোর পর ভক্তদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোবর্ধন পুজো আমাদের শেখায় আত্মনির্ভরতা, পরিশ্রম ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। আজ যখন বিশ্ব পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার মুখে, তখন গোবর্ধন পুজোর শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমরা যদি গোমাতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমাদের কৃষি, পরিবেশ ও সমাজ-সবই রক্ষা পাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষনাথ মন্দির ট্রাস্টের মহন্ত, পুরোহিতবৃন্দ, রাজ্যের কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যোগীর পাশে ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে গোরক্ষপুর ও আশেপাশের জেলাগুলিতে বিশেষ গোসেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিনামূল্যে গবাদি পশুর চিকিৎসা, টিকাকরণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।দীপোসবের এই সময়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা ছিল স্পষ্ট-উন্নয়ন শুধু শহরনির্ভর নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড গোমাতা ও কৃষককে কেন্দ্র করেই তৈরি হতে হবে নতুন ভারতের ভবিষ্য। তিনি বলেন, আমরা যদি গোমাতার সুরক্ষা ও গবাদি পশু কল্যাণ নিশ্চিত করি, তাহলে কৃষকের আয় বাড়বে, গ্রামীণ সমাজ স্বনির্ভর হবে, আর দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। এই ভাবনাই গোবর্ধন পুজোর আসল তাৎপর্য।গোরক্ষপুরে মুখ্যমন্ত্রীর এই পুজো তাই শুধুই ধর্মীয় নয়, এটি এক সামাজিক বার্তা। গোমাতার সেবা থেকে শুরু করে গোবরের সদ্ব্যবহার-সবেতেই তিনি তুলে ধরলেন এক পরিবেশবান্ধব ও স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন। তাঁর ভাষায়, গোমাতা আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, আর তাঁদের সুরক্ষা মানেই ভারতের ভবিষ্য সুরক্ষিত করা।গোরক্ষনাথ মন্দিরে ভক্তদের ঢল, গোমাতার আরাধনা, আর মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা-সব মিলিয়ে গোবর্ধন পুজোর এই দিনটি রূপ নিয়েছিল এক আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশবান্ধব উৎসবে। দীপাবলির আনন্দের সঙ্গে গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার এই মিলনই যেন নতুন দিশা দেখাল উত্তর প্রদেশকে-যেখানে ধর্ম, কৃষি, ও পরিবেশ একসঙ্গে বোনা হয়েছে একই সূত্রে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু, রাজ্যজুড়ে জলমগ্ন অবস্থা

চেন্নাই, ২২ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ু আবারও প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি যেন কিছুতেই থামছে না। রাজ্যের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে জলজট, কোথাও রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ, কোথাও ঘরে ঢুকেছে বৃষ্টির জল। বিশেষ করে পুড়ুকোট্টাই, তুতিকোরিন ও চেন্নাইয়ের বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে রাজ্যজুড়ে জারি করা হয়েছে ‘ সতর্কতা’।রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলজুড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাতের জেরে জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় ১০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বিশেষ করে পুড়ুকোট্টাই, তুতিকোরিন, তিরুভারুর ও থাঞ্জাভুর জেলার বহু এলাকা পরিণত হয়েছে ছোট ছোট দ্বীপে। বাড়িঘরে জল ঢুকে প৷ছে, বহু গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত।রাজ্যের রাজধানী চেন্নাইয়েও একই চিত্র। মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরের চুলাইমেদু এলাকায় এক প্রবল বৃষ্টির সময় একটি গাছ উপড়ে প৷ে, যার ফলে বিদ্যু সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। শহরের নুঙ্গামবাক্কম, কোডামবাক্কম, তেনাম্পেট, আদয়ার ও পেরাম্বুর এলাকায় জল জমে গেছে রাস্তায়। যানবাহন চলাচল ব্যাহত, বহু অফিসকর্মী সময়মতো পৌঁছাতে পারেননি কর্মস্থলে। বুধবার সকালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে উদ্বেগ বা।য়েছে শহরবাসীর।প্রবল বর্ষণে শুধু চেন্নাই নয়, আশপাশের চেঙ্গলপেট, তিরুভাল্লুর ও ভিলুপুরম জেলার অবস্থাও চিন্তাজনক। এই জেলাগুলিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিরুভাল্লুরের কাল্লাকুরিচি, কুদ্দালোর ও মায়িলাদুথুরাই জেলার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ রয়েছে। রাজ্যের দক্ষিণ অংশে তুতিকোরিন ও মাদুরাই জেলাতেও প্রবল বৃষ্টির জেরে জল জমে গিয়েছে গ্রামীণ রাস্তা ও বাজারে।অন্যদিকে, কেন্দ্র শাসিত পুদুচেরি ও করাইকালে মঙ্গলবার রাত থেকেই অঝোর বৃষ্টি চলছে। ফলে বুধবার পুদুচেরি প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা হয়, ওই এলাকার সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে। পুদুচেরির বহু নিম্নাঞ্চল এখন সম্পূর্ণ জলমগ্ন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পুদুচেরি ও তামিলনাড়ু উভয় রাজ্যেই জারি করা হয়েছে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলেই এই প্রবল বৃষ্টিপাত।রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ইতিমধ্যে তপর। পুড়ুকোট্টাই, থাঞ্জাভুর ও তুতিকোরিনে এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী)-এর দল মোতায়েন করা হয়েছে। তারা রাস্তায় আটকে পড়া গাড়ি সরানো, নিকাশির জল বের করা ও সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার কাজ করছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যে সব এলাকায় বৃষ্টির জল নিকাশি ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলিতে যুদ্ধকালীন তপরতায় পরিষ্কার করা হচ্ছে ড্রেন ও নালা।চেন্নাই কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা মজবুত করা হলেও অতিবৃষ্টির ফলে জল সরে যেতে সময় লাগছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত জল নামানো যায়। যে এলাকাগুলিতে জল জমে রয়েছে, সেখানে মোটর পাম্প বসানো হচ্ছে। এছাড়া, নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোতে, বলেন তিনি।

হিন্দুরা এখনি না জাগলে সমূহ বিপদ, সতর্কতা শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃ আমি বার বার বলেছি পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে, হিন্দুরা এখনি না জাগলে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে আগামী দিনে। বুধবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।তিনি লিখেছেন, নিচের ভিডিওটা দেখে কেউ বাংলাদেশ বলে ভুল করবেন না, এটা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা। গত রাতে কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার উত্তর চন্দনপুর গ্রামের পুজো মণ্ডপ থেকে মা কালীর প্রতিমার মাথা কেটে নিয়ে চলে গেছে জেহাদিরা। রাজ্য প্রশাসন যথারীতি তৎপর ঘটনা চাপা দিতে।পুলিশ প্রথমে গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করলেও গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রতিবাদে মন্দিরের দরজা খুলতে দেয় পুলিশ ও ছবি সংগ্রহ করতে দিতে বাধ্য হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি মমতার নির্লজ্জ প্রশাসন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুষ্টিকরণের রাজনীতির ফল ভোগ করছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। মমতার অপশাসনে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসীদের পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু দেবদেবীদের প্রতিমা ভাঙচুর, মণ্ডপ ভাঙচুর, হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট করা বা জালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় আজ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয় নি, যে কারণে এই ধরনের জেহাদি কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুরা এখনি জেগে না উঠলে, সংঘবদ্ধ না হলে সামনে সমূহ বিপদ।

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন

মুম্বই, ২২ অক্টোবর ঃ প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন। শিল্পীর আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া অনুরাগীমহলে। দিল্লিতে পরিবারের সঙ্গে দীপাবলির উদযাপনে গিয়েছিলেন ঋষভ। সেখানেই মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি।ঋষভ ছিলেন বলিউডের প্রতিভাবান গায়ক, সুরকার এবং একইসঙ্গে অভিনয়েও দখল ছিল তাঁর। অভিনয় করেছিলেন, ‘ লিভিং লিমিটলেস’ এবং ‘ দ্য রে অফ লাইট’ ছবিতে। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে গায়কের বহু গান হিট হয়েছে। যা মন ছুঁয়েছে নেটিজেনদের। তার মধ্যে অন্যতম হল ‘ যা খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তারপর থেকে গায়কের নামও হয়েছে ‘ তাঁর অনুরাগীদের একাংশ তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। শুধু তাই নয়, এযাবকাল ঋষভ অনেক গান রেকর্ড করেছেন। যদিও তা এখনও রয়েছে অপ্রকাশিত। একইসঙ্গে তার লেখা গানও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মন ছুঁয়েছে শ্রোতাদের। তাঁর জীবনের এমন ছ ঃ দপতন মেনে নিতে পারছেন না কেউই।গুণী শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি পশুপ্রেমীও ছিলেন ঋষভ। বাড়িতে প্রতিপালন করতেন সারমেয়, বেড়াল, পাখি ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বিনোদন দুনিয়ায়।

বাঁকুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত এক, আহত দুই

বাঁকুড়া, ২২ অক্টোবর ঃ বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বাঁকুড়া জেলার আধাকাটা এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় .এক যুবক নিহত এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।জানা গেছে, তিন যুবক একই মোটরসাইকেলে করে বাকাদাহ থেকে খরকাটা যাচ্ছিলেন। আধাকাটার কাছে তাদের মোটরসাইকেলটি দ্রুতগতিতে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ধাক্কা এতটাই তীব্র ছিল যে তিনজনই রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েন।স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তিনজনকেই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, চিকিৎসকরা একজন

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লিতে ছটপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে, পূর্বতন কেজরিওয়াল সরকারকে তোপ রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ঃ রাজধানী দিল্লিতে আসন্ন ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোরকদমে প্রস্তুতি। চারদিনব্যাপী এই সূর্যউপাসনার উৎসবকে ঘিরে যমুনার তীর, ঘাট এবং শহরের প্রতিটি হিন্দু এলাকায় এখন সাজো সাজো রব। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার সাংবাদিকদের সামনে এসে ছটের প্রস্তুতি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেন পূর্বতন অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকার বহু বছর ধরে যমুনা নদীতে ছটপুজো নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। তাঁরা ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আমরা সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছি এবং এবার রাজধানীজুড়ে হবে এক মহা আয়োজন।বুধবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রাজধানীর সচিবালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, এই বছর দিল্লিতে ছটপুজোর আয়োজন হবে আগের বছরের তুলনায় অনেক বড় পরিসরে। তাঁর কথায়, যমুনা নদীর তীরে ১৭টি মডেল ছট ঘাট তৈরি করছে সরকার। এই প্রতিটি ঘাটে নিরাপত্তা, আলোকসজ্জা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ভক্তদের সুবিধার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে ছটপুজোর জন্য প্রায় এক হাজারেরও বেশি ঘাটের অনুমোদনের আবেদন এসেছে। সরকার প্রত্যেক আবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।তিনি আরও বলেন, গত বছর ছট উৎসব মাত্র ৯২৯টি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবার ইতিমধ্যেই এক হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এর অর্থ, দিল্লির মানুষ ছটপুজো নিয়ে কতটা উচ্ছ্বসিত এবং তাঁদের মধ্যে কতটা আগ্রহ রয়েছে। আমরা চাই, প্রতিটি ভক্ত যেন নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে পুজো করতে পারেন। তাই সরকার প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মডেল ছট ঘাট তৈরি করবে। পাশাপাশি, ভক্তদের সুবিধার্থে তাঁবু, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচাগার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, দিল্লি সরকারের এই উদ্যোগ কেবল উৎসব উদযাপনের জন্য নয়, বরং মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান জানানোর প্রতীক। তিনি বলেন, ছটপুজো উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান উৎসব। বহু বছর ধরে এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এবার আমরা সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনছি। যমুনার তীরে আবারও প্রতিধ্বনিত হবে ‘ মাইয়া’র আরাধনার সুর।ছটপুজো উপলক্ষে দিল্লি জুড়ে ব্যাপক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। সরকার জানিয়েছে, যমুনার তীরে তৈরি ১৭টি মডেল ঘাটে থাকবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ ও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন। এছাড়াও, প্রতিটি ঘাটে মহিলা ভক্তদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা থাকবে। দিল্লি সরকারের জনসংযোগ দপ্তর জানিয়েছে, এই কাজের জন্য ইতিমধ্যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যারা দিনরাত কাজ করছে প্রস্তুতির মান যাচাই করতে।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানান, আমরা চাই এই বছর দিল্লির ছটপুজো হোক দেশের মধ্যে এক নজির। এজন্য সরকার দিল্লির সব জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে যেন কোনও ঘাটে কোনও অসুবিধা না হয়। বিশেষ করে যমুনা তীরবর্তী এলাকাগুলিতে ময়লা ফেলার উপর কড়া নজরদারি চলছে, যাতে নদীর জলের গুণমান বজায় থাকে।তাঁর দাবি, আমরা এবার ভক্তদের জন্য স্বাগত দ্বার তৈরি করছি দিল্লির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চৌরাস্তায়। যেখান দিয়ে ভক্তরা যাত্রা করবেন, সেখানেই তাঁদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে। উসবের আমেজ ধরে রাখতে ভোজপুরি ও মৈথিলী ভাষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে, যা দিল্লির বহুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রতিফলন।প্রসঙ্গত, ছটপুজো মূলত সূর্যদেবতা ও ছটমাইয়ের আরাধনা। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের মানুষেরা এই পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আড়ম্বরে পালন করেন। দিল্লির জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই রাজ্যগুলি থেকে আগত হওয়ায়, রাজধানীতে ছটপুজোর প্রভাব গভীর। দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিল্লি অঞ্চলে এই পুজো হয় নদীর ঘাটে, জলাশয়ে কিংবা অস্থায়ী পুকুরে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যমুনার দূষণ এবং প্রশাসনিক বাধার কারণে ভক্তদের মধ্যে ছিল হতাশা।রেখা গুপ্তা বলেন, পূর্বতন কেজরিওয়াল সরকার ধর্মীয় উসবগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্য করেছিল। তাঁরা ছটপুজোকে উপেক্ষা করে রেখেছিল, কোনও উদ্যোগ নেননি। এখন আমাদের সরকার সেই ভুল সংশোধন করছে। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় উৎসব মানে সমাজের ঐক্য, সহযোগিতা ও আনন্দের প্রকাশ। তাই কোনও উসবই যেন অবহেলিত না হয়, সেই দিকেই আমরা নজর দিচ্ছি।তিনি আরও যোগ করেন, আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আয়োজন নয়, ছট ভক্তদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। গত কয়েক বছরে অনেক ভক্তই যমুনার তীরে পুজো করতে পারেননি। এবার আমরা সেই সুযোগ ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই উসব কেবল পুজো নয়, এটি ভক্তি, সংযম ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক বন্ধনের উৎসব।দিল্লি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ছটপুজোর সঙ্গে যুক্ত। এই বিশাল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিল্লি পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, ভলান্টিয়ার ও মেডিকেল টিম। জরুরি পরিস্থিতির জন্য থাকবে অ্যাম্বুলেন্স ও মোবাইল হেলথ ইউনিট।অন্যদিকে, ছটপুজোর আগে থেকেই দিল্লির বাজারে উসবের রঙ স্পষ্ট। ফুল, ফল, মিষ্টি, বাঁশের দইয়া ও দোনার সামগ্রী বিক্রিতে ব্যস্ত দোকানদাররা। ঘরে ঘরে চলছে প্রস্তুতি, মহিলারা তৈরি করছেন ঠাকুরের আরাধনার উপকরণ, আর পুরুষেরা সাজাচ্ছেন পুজোর স্থান। যমুনার তীরে এখন চলছে ঘাট পরিষ্কার ও আলোর সারি বসানোর কাজ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছটপুজো কেবল এক উসব নয়, এটি শুদ্ধতার প্রতীক। এখানে ভক্তরা সূর্যদেবকে প্রণাম করে নিজের জীবনের অন্ধকার দূর করতে চান। আমরা চাই দিল্লিতে এই উৎসবের আনন্দ প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাক। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এটি মানুষের পুজো-ভক্তির পুজো।শেষে রেখা গুপ্তা বলেন, আমরা দিল্লিকে এক নতুন পথে নিয়ে যাচ্ছি-যেখানে উন্নয়ন ও সংস্কৃতি একসঙ্গে চলবে। দিল্লি এখন ধর্মীয় সহাবস্থানের কেন্দ্র। এই ছটপুজো সেই ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।যমুনার তীরে তাই এখন সাজের পালা। চারদিক জুড়ে চলছে ঘাট তৈরি, আলো বসানো, রাস্তা পরিষ্কার। ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন সূর্যোদয়ের সেই মুহূর্তটির জন্য, যখন তাঁরা নদীর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করবেন। আর প্রশাসন চাইছে, এই বছর দিল্লির ছটপুজো যেন হয়ে ওঠে এক আদর্শ উদযাপন-ভক্তি, ঐতিহ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতার এক অনন্য সমন্বয়।

মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার ঘটনায় বিক্ষোভ বামপন্থী সংগঠনের

উলুবেড়িয়া, ২২ অক্টোবর ঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার ঘটনায় বুধবার সকাল থেকে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএমের মহিলা, ছাত্র ও যুব সংগঠন। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আসেন চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি দলও।উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটে কালীপুজোর রাতে। এক মহিলা চিকিসককে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এক হোমগার্ডকে। চাঞ্চল্য ছড়ায় উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি তাঁকে ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, রোগী দেখাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, পুলিশের পরিচয় দিয়ে ওই হোমগার্ড মহিলা চিকিৎসকের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে মারধরও করা হয়। এমনকি বাধা দিতে গেলে দেওয়া হয় ধর্ষণের হুমকি বলে অভিযোগ। তরুণীর অভিযোগ, ঘটনার সময় সেখানে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না, কাউকে ডেকেও সাহায্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। এই সময় সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শুভ দিন হবে

বৃষঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হতে চলেছে। ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা রুটিনে নতুনত্ব এবং উৎসাহ আনতে

কর্কট রাশি ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।

সিংহঃ রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

কুম্ভঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

মীনঃ মীন রাশির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। সংবেদনশীলতা এবং করুণা পরিবেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করবে, যা চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্যও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করবে। এই সময় চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। মীন রাশির কল্পনাশক্তি এবং আকর্ষণ দ্বারা অনেকেই এই দিন মুগ্ধ হবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং আনন্দের

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে।

ব্লক সভাপতি বদলের দাবি, রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,২২ অক্টোবর ঃ বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলায় তৃণমূলের সাংগাঠনিক রদবদলের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ অব্যাহত। এবার বসিরহাট ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নব ঘোষিত ব্লক সভাপতিকে পাল্টানোর দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের। বসিরহাটের টাকি রোডের দন্ডিরহাট এলাকার ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ-বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের নব ঘোষিত ব্লক সভাপতি শরিফুল মোল্লাকে বদল করে নতুন করে অন্য কোন শিক্ষিত এবং তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীকে ব্লক সভাপতি করতে হবে। তাদের আরো দাবি তারা সম্মিলিত ভাবে এই আবেদন দলকে করতে চান। ব্লক সভাপতি বদলের দাবিতে বেশ কিছুক্ষণ চলে এই অবরোধ কর্মসূচী।

কালীপুজোর রাতে চলন্ত মেট্রোতে পথকুকুর, কী ঘটেছিল? বিস্তারিত জানালো কর্তৃপক্ষ!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ হাজার নজরদারির মধ্যেও কালীপুজোর রাতে শহর ও শহরতলিতে শব্দবাজির দাপট চোখে পড়েছে। আতঙ্কে কলকাতা মেট্রোর ভেতরে একটি পথকুকুর ছুটে বেড়াচ্ছিল। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এবার মেট্রো কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট করেছেন ওই রাতের ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। জানায়, কালীপুজোর রাতে শব্দের ভয়ে অনেক পথকুকুরই আশ্রয় নিয়েছিল একাধিক মেট্রো স্টেশনে। তাদের ও তাদের জন্য যাতে যাত্রীদের সমস্যা না হয় তা দেখা হয়েছে। একটি কোনওভাবে মেট্রোয় উঠে পড়ে। কুকুরটিকে আধিকারিকরা বের করে নিয়ে যান। পাশাপাশি মেট্রোর তরফে নিশ্চিত করা হয়ছে কোনও প্রাণীরই ক্ষতি না করেই প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কুকুররা শব্দে ভয় পায় এটা কারো অজানা নয়। তাই উসবের দিনগুলোতে দূষণের পাশাপাশি তাদের কথাও ভেবে বাজি না পোড়ানোর বারবার আহ্বান জানানো হয়। তবুও একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। কালীপুজোর সময় অন্যান্য দিনের তুলনায় গত সোমবার রাতে মেট্রো বেশি সময় চালানো হয়েছিল। তবে সাধারণত যাত্রী সংখ্যা কম ছিল। জানা গেছে, বাঁশদ্রোণী স্টেশনে মেট্রোর ভিতরে একটি পথকুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে ছুটে বেড়ানোর পর যাত্রীদের পায়ের কাছে বসে পড়ে।

বাড়িতে বউকে না পেয়ে বউদিকে পেটালো এক যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর,২২ অক্টোবর ঃবাড়িতে বউ নেই, কাজ থেকে ফিরে পাশের বাড়ির বউদিকে পেটালো যুবক। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা।লো এলাকায়।কাজ থেকে বাড়ি ফিরে স্বামী দেখেন স্ত্রী নেই। সারাবাড়ি খুঁজেও হদিশ মেলেনি। এরপর প্রতিবেশী বউদির দ্বারস্থ হন যুবক। তিনিও হদিশ দিতে না পারায় যুবকের রাগ গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। অভিযোগ, ইট দিয়ে মহিলাকে মারধর করেন ঐ যুবক। মাথায় গুরুতর চোট লাগে ঐ মহিলার। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে।জানা যায়, অভিযুক্তের নাম নিলয় বিশ্বাস। তিনি রং মিস্ত্রি। অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার কাজে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে দেখেন, স্ত্রী ঘরে নেই। এ ঘর-ও ঘর খুঁজে না পেয়ে পাশের বাড়ি যান তিনি। প্রতিবেশী বউদিকে প্রশ্ন করেন, ‘ বউ কোথায়?’ ওই মহিলা জানান, তিনি জানেন না।তাতেই সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, আচমকা ইট নিয়ে মহিলার উপর চড়াও হন নিলয়। তার মাথায় চোট লাগে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছুটে যান মহিলার ছেলে। তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর আর্তনাদ শুনে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূ ও তাঁর ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সামান্য এই কারণে এই ঘটনায় হতবাক এলাকা বাসীরা। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। আর আক্রান্তের কথায়, ও যেভাবে এগিয়ে এসেছিল।আমার ছেলেকে মেরেই দিত। তবে এই ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত সেই যুবক। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উৎসবের ঐতিহ্য সমাজকে শক্তি যোগায় ঃ সঞ্জয় সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ ইন্টারন্যাশনাল ইক্যুটেবল হিউম্যান রাইটস সোশ্যাল কাউন্সিল,উৎসব ও উদযাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সামাজিক, মানবিক এবং অনুপ্রেরণামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার পর, দীপাবলি এবং কালীপূজার সময় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই প্রচারণা শুরু করা হয়েছিল। এই প্রচারণার নেতৃত্ব দেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় সিনহা। বিভিন্ন কালীপূজা প্যান্ডেল পরিদর্শন করে, মানবাধিকার সংস্থার দল জনগণের মধ্যে সামাজিক ও মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, আত্মরক্ষা এবং মানবাধিকারের সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার আন্তর্জাতিক চেয়ারম্যান সঞ্জয় সিনহা বলেন, আমাদের দেশে পালিত সকল উৎসবই কোন না কোন পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। দীপাবলি সম্পর্কে, একটি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে যে ভগবান রাম এই দিনে সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। অযোধ্যার মানুষ অশুভের উপর শুভর বিজয় উদযাপনে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীপাবলি পালিত হয়ে আসছে। তিনি বলেন, আমাদের সকল উৎসব আবহাওয়া, ঋতু এবং ফসলের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাদের একটি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং

ইতিহাস রয়েছে। এই উৎসব ঐতিহ্য সমাজকে শক্তি প্রদান করে। তাদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে সংকটের সময়ে, তারা আমাদের লড়াই করতে এবং কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। আলোর উৎসব দীপাবলি, সমাজের কুৎসিত এবং অন্ধকার দিকগুলির সাথে লড়াই করতে এবং কাটিয়ে উঠতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এই প্রেক্ষাপটে, যখন জীবন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সাজসজ্জা ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের দেশ এবং সমাজকে এই অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হবে। এই উসবের মূল মন্ত্র হলঃ 'তমসো মা জ্যোতির্গময়। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।' স্বাধীনতার পর থেকে, আমাদের দেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমরা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী দেশগুলির মধ্যে গণ্য হই। মানুষ প্রচুর সম্পদ এবং সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন সমৃদ্ধি এসেছে, মূল্যবোধ ক্ষয় পেয়েছে। আজ মধ্যবিত্তের কাছে এত বেশি অর্থ আছে যে এর ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। আমি বলতে চাই যে কখনও মানবতাকে ত্যাগ করবেন না। এটিই সবচেয়ে বড় পূজা। এই অভিযানের আওতায় সেরা কালী পূজা মণ্ডপগুলিকে সোনার বাংলা শ্যামা সম্মানে ভূষিত করা হয়। চেয়ারম্যান সঞ্জয় সিনহার সাথে দলে উপস্থিত ছিলেন দীপক মিত্র, অঞ্জন দে, ইয়াসমিন সুলতানা, সাতবীর সিং প্রমুখ। মানবাধিকার সংস্থার দলকে সমস্ত পূজা কমিটি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

ডাকটিকিটের অভিনব প্রদর্শনী হবে কলকাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ ইতিহাস, সংস্কৃতি, মনন আর স্মৃতির পাথেয়! সেসব নিয়েই সায়েন্স সিটিতে বসবে ‘বঙ্গপেক্স’-র মঞ্চ। সায়েন্স সিটিতে ১৪ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। ডাকবিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের উদ্যোগে চারদিন ব্যাপী এই ব্যতিক্রমী প্রদর্শনীতে মিলবে ডাকটিকিটের ওপর নানা বই বিরল ও অতি বিরল ডাকটিকিটের সম্ভার। শুধু এ রাজ্য নয়, দেশের নানা প্রান্তের ডাকটিকিট সংগ্রাহকেরা অংশ নিচ্ছেন এই প্রদর্শনীতে। ডাকটিকিটের নেপথ্যে থাকে অনেক অজানা কাহিনি। কখনও তা স্বাধীনতা আন্দোলনের দলিল, কখনও বা সিনেমার ইতিহাসের সাক্ষ্য। সেই ভাবনাকেই হাতিয়ার করে প্রতিদিন আলাদা থিমে সাজানো হবে প্রদর্শনী-রয়েছে বাংলা সিনেমার শতবর্ষ, বাংলার নবজাগরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য।শুধু প্রদর্শনী নয়, দর্শকদের জন্য থাকছে নানা রকম প্রতিযোগিতা-‘বসে আঁকো’, ক্যুইজ, স্মারক প্রকাশ ও আরও অনেক কিছু। ডাকবিভাগ সূত্রে খবর, প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হবে একাধিক নতুন কভার ও পিকচার পোস্টকার্ড।পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার জানিয়েছেন, আজকের প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। তাই তাদের ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই এই প্রয়াস। শখের জগৎ থেকে যেন ইতিহাসচর্চা আর মননের অভ্যাসে ঢুকে পড়ে ডাকটিকিট।

বাজির আগুনে বিধ্বস্ত বিজেপি নেতার কাকার বাড়ি-তৃণমূলের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ বাজি থেকে আগুন লাগেছিল বিজেপি নেতার কাকার বাড়িতে। সেই আগুন নেভাতে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এলাকার বিধায়ক। কালীপুজোর পরদিন এমন রাজনৈতিক সহাবস্থানের দৃশ্য চোখে পড়ল খানাকুল, হুগলিতে। আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

কালীপুজো উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজি পোড়ানো চলছে রাতে। মঙ্গলবার রাতে খানাকুলের রাজহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশালীর বেনাপুকুর এলাকাতেও বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। ওই এলাকারই বাসিন্দা বিজেপির খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির মস্য কর্মাধ্যক্ষ মিঠুন সাঁতরার কাকা জয়দেব সাঁতরা। তাঁর বাড়ির সামনেই বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। সেই বাজির আগুন কোনওভাবে গিয়ে পড়েছিল ওই বাড়িতে! খড়ের চালের বাড়ি হওয়ায় নিমেষে আগুন ধরে যায়। ওই বাড়ির বড় অংশ গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা। ক্রমে সেই আগুন আশপাশের পাঁচটি বা।তিতেও ছড়িয়ে গিয়েছিল! খবর পেয়ে তৃণমূলের খানাকুল ২নং সমিতির সদস্য নূর নবী মণ্ডল ও দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে আগুন নেভাতে কাজ করেন। পুলিশ ও দমকলকেও খবর দেওয়া হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষও। আগুনের ঘটনায় দু'জন জখম হন এবং তাদের খানাকুল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া অসুস্থ হয়ে আরও দুই জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য নূর নবী মণ্ডল বলছেন, বাড়িটির খড়ের চাল। সেখানেই প্রথমে আগুন লেগে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই আমরা সকলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। পুলিশও কিছু সময়ের মধ্যে এসে যায়। আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি।

১৬ বছরের নাবালিকাকে বিয়ে

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ২২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার অরবিন্দ নগরে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে তুলে এনে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নেয়। চাইল্ড লাইন-এর তথ্যের ভিত্তিতে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে মধুপুর থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইন কর্মীরা যৌথ অভিযান চালান। অভিযুক্ত যুবককে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া না গেলেও, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার জন্য তল্লাশি শুরু করেছে। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিযুক্তের মা-কে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাবালিকাকে উদ্ধার করে আইনানুগভাবে চাইল্ড লাইন-এর তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়েছে। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরীক্ষা করানো হচ্ছে। পুলিশ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ও পকসো আইনের ধারায় মামলা রুজু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, ঘটনা স্থানীয়ভাবে বেশ কিছুদিন ধরে চললেও বিষয়টি বাইরে প্রকাশ পায়নি। অবশেষে সরকারি উদ্যোগে এই বেআইনি প্রক্রিয়ায় লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নাবালিকা সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ রোধে আগামী দিনে এমন আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিয়ালদহ-ক্যানিং লোকালে আগুন-শিয়ালদহ শাখায় হুড়োহুড়ি ও ভোগান্তি!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ আচমকা চলন্ত শিয়ালদহ-ক্যানিং লোকালে আগুন। এই ঘটনায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার পিয়ালি স্টেশনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আগুন লাগার কারণে কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এই ঘটনায় যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে প।নে। রেলের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রেল সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ক্যানিংমুখী (ডাউন) লোকাল ট্রেনটি পিয়ালি স্টেশনে পৌঁছনোর সময় হঠাই এক কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছ।য়ে প।লে চিকার-চেঁচামেচিতে ভরে যায় প্ল্যাটফর্ম। ভয় পেয়ে যাত্রীরা তা।তা। ট্রেন থেকে নেমে প।নে। কেউ কেউ নিজের হাতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলকর্মী ও দমকল বাহিনী। দ্রুত তপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, ততক্ষণে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ শাখার একাধিক স্টেশনে ট্রেন দাঁ।য়ে প।ে, ফলে ভোগান্তিতে প।নে শতাধিক যাত্রী। কেউ কেউ জানালেন, প্রতিদিনই ট্রেনে কোনও না কোনও সমস্যা হচ্ছে- এতে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঠিক কীভাবে রেলের অব্যবস্থাপনা নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ, রেল কোচের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এমন ঘটনা

আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ব। কোনও দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলেই জানিয়েছে রেল। ঘটনার পর আপ লাইনে ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও, ডাউন লাইনে কিছু সময় বন্ধ থাকে চলাচল। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছ।লেও, কোনও প্রাণহানি বা ব। ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। যাত্রীদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঘটছে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টা শেষে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়। রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এ।তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে। সেই সময়ে সকালবেলার ব্যস্ত সময় হওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ তীব্র হয় এবং অনেকেই সময়মতো কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। ঘটনার পর পিয়ালি স্টেশন ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘক্ষণ আতঙ্কের পরিবেশ বজায় থাকে।

উলুবেড়িয়ায় মহিলা চিকিৎসককে ‘ মামলায় আরও এক গ্রেপ্তার-ধৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন!

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া, ২২ অক্টোবর ঃ উলুবেড়িয়ার হাসপাতালে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকি ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শেখ সম্রাট নামে ওই অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করেছে। বুধবার ধৃতকে উলুবেড়িয়া আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিন। সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে মহিলা চিকিসককে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে এক রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে চিকিৎসককে ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয়। তদন্তে নেমে এক ট্রাফিক হোমগার্ড-সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবার আরও এক অভিযুক্ত সম্রাটকে গ্রেপ্তার করলেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, সোমবার দুপুরে উলুবেড়িয়ার খড়িয়া ময়নাপুর এলাকার এক প্রসূতি হাসপাতালে ভর্তি হন। সন্ধ্যায় সেই রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জুনিয়র মহিলা চিকিৎসক হাসপাতালে যান। তবে রোগীর একাধিক সমস্যার কারণে তিনি সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করতে পারেননি এবং প্রাথমিক পরীক্ষার পর ফিরে আসেন। এরপর রোগীর হোমগার্ড আত্মীয় এবং তাঁর দুই প্রতিবেশী রোগীর বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে জানতে চান। চিকিৎসক সব তথ্য জানালে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, ওই সময় হোমগার্ডসহ তিন জন মহিলা চিকিৎসককে চড়থাপ্পড় মারতে শুরু করেন, পাশাপাশি তাঁর হাতও মুড়িয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয়। হাসপাতালের বাইরে বের হওয়ার পরেও তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। নিগৃহীত চিকিসককে নিয়ে যাওয়া হয় উলুবেড়িয়া থানায়, সেখানে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ অভিযুক্ত ট্রাফিক হোমগার্ড ও আরও একজনকে আটক করে এবং পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

ধান জমির পাশ থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২২ অক্টোবর ঃ বুধবার সকালে জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রী কৃষ্ণনগর গ্রামের শেষ প্রান্তের একটা ধান জমির পাশের একটি ঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ ঝুলতে দেখে স্থানীয় মানুষ। মৃত ব্যক্তিটির নাম কানাই হালদার, বয়স ৫১ বছর। মৃতের বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের পূর্ব গাববেড়িয়ার উলুরদাড়ি এলাকায়।ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

বাসন্তী হাইওয়েতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাাদদাতা,বাসন্তী, ২১ অক্টোবর ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা।এবার বাসন্তী হাইওয়েতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটলো দু'জনের। মৃতদের একজনের নাম আব্দুল হালিম মোল্লা এবং অপরজনের নাম সাইফুদ্দিন মোল্লা।আর এই ঘটনাকে কেংদ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা দেখছে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দুটি বাইকই দ্রুতগতিতে আসছিল।নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই একে অপরকে ধাক্কা মারে।এরপরেই ছিটকে পড়েন বাইকে থাকা দুজনেই। যদিও দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি আঠারোবাকি এলাকায় এবং অন্যজনের বাড়ি কুমড়ো খালি এলাকায়। সোমবার ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীর আমঝাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে আব্দুল হালিম মোল্লা এবং সাইফুদ্দিন মোল্লাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনার জেরে বাসন্তী হাইওয়েতে সাময়িক যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা।

সাতসকালে বিদ্যাসাগর সেতুতে চলন্ত বাসে আগুন-অল্পের জন্য যাত্রীদের প্রাণে রক্ষা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২২ অক্টোবর ঃ হঠাই যাত্রীবাহী বাসে আগুন! আগুনের গ্রাসে পুড়ে খাঁক গোটা বাস। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরেই প্রাণ বাঁচাতে যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন, যার ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ধবার সকালবেলা এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে খাস কলকাতার দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর। আগুন লাগার কারণে সেতুর ওপর দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ, বুধবার সকালে বিদ্যাসাগর সেতুতে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন লাগে। সকাল সাতটা নাগাদ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের উপর দিয়ে ওই বাসটি যাচ্ছিল। বাসে ভালো সংখ্যায় ছিল। যাত্রীরা খেয়াল করেন বাসের কোনও একটি অংশ দিয়ে কালো ধোয়া বেরতে শুরু করেছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। এরপরই চালককে বাস থামাতে বলা হয়। চালক গাড়ি থামালে দ্রুত বাস থেকে সেতুর রাস্তায় নেমে পড়েন যাত্রীরা। বাস থেকে নামেন চালক ও কন্ডাক্টরও। কিছু সময়ের মধ্যেই বাসটিতে দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হেস্টিং থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে আসে এবং আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে তখন বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। বাসটি হাওড়ার আমতা থেকে ধর্মতলা যাচ্ছিল। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে পুলিশ ও দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক্যাল শর্টসার্কিট। এই ঘটনায় প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে সেতুতে হাওড়া থেকে কলকাতাগামী যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রীরা বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শালিমারে বিশেষ মিডিয়া ট্যুরের আয়োজন করে দক্ষিণ-পূর্ব রেল

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃ চলমান উৎসবের মরশুমে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়িত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা তুলে ধরার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেল ২২.১০.২০২৫ তারিখে শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ মিডিয়া ট্যুরের আয়োজন করে। এই ট্যুরে হোল্ডিং এরিয়া, উন্নত ওয়েটিং হল, সহায়তা বুথ, টিকিট কাউন্টার এবং উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সহ গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের প্রশ্ন এবং ভ্রমণ নির্দেশিকা প্রদানে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হযেছে। এসইআর সকল যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করছে। উৎসবের মরশুমে যানজট বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি বিভাগ সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করছে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা প্রদানের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের গৃহীত সক্রিয় পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা। ভারতীয় রেল চলতি বছরে ১২০০০-এরও বেশি বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে, যেখানে গত বছর দুর্গাপূজা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবের মরশুমে ৭৭২৪টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২০.১০.২০২৫ পর্যন্ত ৯২২টি বিশেষ ট্রেন চালিয়েছে, যা গত বছর ৮৩২টি ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর এবং চারটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে লাইভ ফিডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং যাত্রীদের অভিযোগ অভিযোগ সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য ওয়ার রুম কার্যকর রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বর্তমানে ৬টি নিয়মিত বিশেষ ট্রেন এবং ১১টি অতিরিক্ত উৎসব বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। অন্যান্য জোনাল রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত ১৬টি বিশেষ ট্রেনও এখন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে অধিক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে।

পথ দূর্ঘটনা জয়নগর বারুইপুর রাজ্যসড়কের মলিঘাটি এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২২ অক্টোবর ঃ বুধবার জয়নগর বারুইপুর রাজ্য সড়কের সরবেড়িয়া মলিঘাটি প্রাথমিক স্কুলের পাশে পথ দূর্ঘটনা। তবে হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন সকালে বারুইপুর থেকে জয়নগর মুখী ১৬ চাকার একটি ট্রাক বারুইপুর মুখী একটি অটোকে পাশ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে পড়ে যায়।

সেই সময় ঐ এলাকায় জয়নগর থানার ডিউটিরত এক পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। পরে ক্রেন আনিয়ে ট্রাক টিকে তোলা হয়। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ড়ায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দত্তপুকুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,দত্তপুকুর,২২ অক্টোবর ঃ মানসিক ভারসাম্যহীন এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দত্তপুকুর থানার কোটরা খরকি এলাকায়। এই ঘটনায় সাইফুল আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। বুধবার নির্যাতিতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে দত্তপুকুর থানায় যান সিপিআইএমের স্থানীয় প্রতিনিধি দল। পরিবারের তরফে দোষীর কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। জানা যায়, গত রবিবার ভারসাম্যহীন ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হন। পরিবারের দাবি, এরপর থেকেই আর খোঁজ মিলছিল না মেয়ের। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করেও ব্যর্থ হন তাঁরা। এরমধ্যেই কদম্বগাছির গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পীরগাছা বন্ধ ইট ভাটার মধ্যে থেকে ওই নাবালিকাকে একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। জানা যায়, একেবারে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নাবালিকা ইট ভাটার মধ্যে পড়ে ছিল। এরপরেই পরিবারের তরফে স্থানীয় দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতার পরিবার। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ নাকি প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি। যদিও পরে অভিযোগ নেয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শুধু তাই নয়, করা হয় মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নাবালিকার মেডিক্যাল পরীক্ষাও। অন্যদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে ছোট জাগুলিযার বড় এলাকা থেকে সাইফুল আলম নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজও।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৪০ তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের নিম্নলিখিত চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নংঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৪০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১১.২০২৫ বেলা ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং.; লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ **১;** এএ/১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ইভিসি-৫-২৩-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ইভি চার্জিং স্টেশন) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া স্টেশনে ইভি পার্কিং ফেসিলিটি সমেত ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **২;** এবি/১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ভিইআরজিএন-৩১-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে ভার্টিকেল গার্ডেন) এবং ৩ বছর সময়কালের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা সহ অবনী মলের নিকট ফোরশোর রোড, হাওড়া বরাবর বাগানের সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **৩;** এসি/১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমইডিএসটিএন-৪-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মাসি সহ এমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম স্থাপন, পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন। **৪;** এসি/২; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এমওয়াইএম-এমইডিএসটিএন-৩৪-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনের মেমারি স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **৫;** এসি/৩; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-এমইডিএসটিএন-৪১-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মাসি সহ এমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম স্থাপন ও পরিচালনার জন্য স্বত্ব প্রদান। **৬;** এসি/৪; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমইডিএসটিএন-৪২-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মাসি সহ এমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম স্থাপন ও পরিচালনার জন্য স্বত্ব প্রদান। **৭;** এসি/৫; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-এমইডিএসটিএন-৪৬-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বোলপুর স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **৮;** এসি/৬; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমইডিএসটিএন-৩৫-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্টেশনে মেডিক্যাল ফেসিলিটি) এবং ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনের পাকুড় স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন।
(HWH-354/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৮, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৪ কার্তিক ১৪৩২

পণ্ডিত লাল বিহারী দে

এই বঙ্গসন্তানের ইংরেজি ভাষার উপর যে অসামান্য দখল ছিল অনেক ব্রিটিশের সেটা ছিল না। 'রো' নামের একজন সাহেব অধ্যাপক একবার নিজের বইয়ে বাঙালিদের লেখা ইংরেজিকে 'বাবু ইংরেজি' বলে উপহাস করলেন। গর্জে উঠলেন বঙ্গসন্তান লালবিহারী, লিখলেন এক প্রবন্ধ যেখানে তিনি রো সাহেবের নিজের লেখার ভূরিভূরি ভুল তুলে ধরে মুখের মত জবাব দিলেন। এই ঘটনায় লালবিহারীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। নিজে ইংরেজি না জানলেও, ছেলেকে যেমন করেই হোক ইংরেজি শেখাতে হবে এই ছিল লালবিহারীর বাবার পণ। একেবারে খাঁটি মানুষ,মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এসব তাঁর অজানা ছিল। পরিশ্রমের সঙ্গে লক্ষে স্থির থাকলে চরম দারিদ্র যে বিদ্যার্জনের পথে বাধা হতে পারে না,আমাদের কাছে বড় দৃষ্টান্ত বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়,আরও একজন নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি বাংলার উজ্জ্বল রত্ন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। বিদ্বজ্জনদের অনেকের মতে 'নীলদর্পণ' যদি হয় কৃষকের মহানাটক,তবে লালবিহারী দে রচিত BENGAL PEASANT LIFE (বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ) অর্থাৎ গোবিন্দ সামন্ত কৃষকের জন্য মহাকাব্য বললে খুব ভুল হয় না। ১৮৭২সালের গোড়ায় বইটির রচনা সম্পূর্ণ হয়,শেষে আরও তিন অধ্যায় জুড়ে ১৮৭৪সালের মাঝের দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে লালবিহারী বাংলার কৃষকের দুরবস্থার উপরে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন,নিরপেক্ষতার ভান না করে ঘটনার সব দায় চাপিয়েছেন জমিদার ও বিদেশি কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও অকথ্য শোষণের দিকে। এই উপন্যাস লিখে লালবিহারী উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষিত ৫০০টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। লালবিহারী যখন বয়স দশ, পিতৃদেব রাধাকান্ত গ্রামের পাঠশালা থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে ১৮৩৪সালে কলকাতায় পাদরি ডাফ সাহেবের স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি করে দিলেন। আর ঠিক সেই কারনে লালবিহারীর মাইনে লাগত না,সত্যি কথা বলতে কি ছেলেকে মাইনে দিয়ে পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ রাধাকান্তের ছিল না। স্কুলে পড়তে হত দশ বছর,তবে লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হলেন। ১৮২৪ সালে বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন 'কালোগোলাপ' বই কেনার পয়সা নেই। অতি কষ্টে পয়সা জমিয়ে কিনলেন জনসন সাহেবের ছেঁড়া অভিধান। কিন্তু অভিধান পড়ে যে আর ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত ক করেন। ১৮৪৩সালে কলেজের চতুর্থ শ্রেনীতে পড়বার সময় শিক্ষক টমাস স্মিথের প্রভাবে লালবিহারী দেখ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। বহরমপুরের পর বদলি হলেন হুগলি কলেজে, ১৮৭৭সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েছেন,১৮৮৯সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র অধ্যাপনা নয়,লালবিহারী দে ছিলেন সাংবাদিক,সাহিত্যিক। 'কলকাতা রিভিউ', 'বেঙ্গল পেট্রিয়ট' সহ সেই সময়ের প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে তিনি সাহিত্য,ধর্ম,রাজনীতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেননিজে চারখানি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করতেন, প্রথমে বলতে হয় বাংলা ভাষায় তাঁর সম্পাদিত একমাত্র মাসিক 'অরুণোদয়'।

উত্তমের দৃষ্টিতে সুচিত্রা

উত্তমকুমারের চোখে সুচিত্রা সেন। চিরদিনের চিরকালের শিল্পী সুচিত্রা সেনের উদ্দেশে উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখার শিরোনাম দিয়েছিলেন, 'সুচিত্রা সেন প্রসঙ্গে'। তনি লিখেছিলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিনেত্রীর সঙ্গে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। যাঁরা নবাগতা হিসাবে দু-একটি ছবিতে কাজ করতে এসেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেও আমি কাজ করেছি। আবার একই অভিনেত্রীর সঙ্গে একাধিক ছবিতে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে রোমান্টিক ছবিতে সুচিত্রা ছাড়া আর কোনো শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করে খুশি হতে পারিনি। সেখানে মনে হয়েছে রমা ভিন্ন। ভীষণ সিরিয়াস রমা। এ ব্যাপারে আমি যতদূর জানি রমার প্রতি অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে বলেন, বড় দাম্ভিক মহিলা। আমি কিন্তু রমার মধ্যে কোনো দম্ভ খুঁজে পাইনি। আমরা যখন ফ্লোরে যাই, তখন আমরা ময়লা বসনের মতো নিজেদের ছেড়ে রেখে আসি বাইরে। মন পড়ে থাকে যে চরিত্রে রূপ দিতে চলেছি সেখানে। আমরা কাহিনীর সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চাই। অনেক ক্ষেত্রে, অনেক। কারণে তা হয়ে ওঠে না; সুতরাং এই একাত্ম না হতে পারার যে কতখানি যন্ত্রণা তা আমরা জানি। কিন্তু কেন পারি না? প্রথমত ভালো করে রিহার্সাল দেবার মতো কোনো স্কোপই আমাদের দেশে রাখেন না পরিচালক অথবা চিত্র নির্মাতারা। আলো তৈরি হয়। তারই ফাঁকে বুমের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা দৃশ্যটা বুঝে নিয়ে, বারকতক সহকারীদের বলে দেওয়া সংলাপ মনে মনে আউড়ে নিয়ে, দু-একবার মনিটর দিয়ে ফাইনাল টেকিং। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, একজন শিল্পীর কতদূর মানসিক প্রস্তুতি এবং একাগ্রতার প্রয়োজন। তা ছাড়া এমন অনেক দৃশ্য আছে যা সর্বসাধারণের সামনে অভিনয় করলে ঠিক ফোটে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই একটু নির্জনতা বা শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন। সবসময়েই দেখা গেছে যতখানি একাগ্রতা বজায় রাখার চেষ্টা আমরা করি ততখানি বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তার বিপরীতধর্মী পরিবেশ। বাইরের কিছু লোক যদি চোখের সামনে ঘোরাফেরা করেন, তাহলে শট নিয়ে যে গভীর চিন্তা বা কনসেনট্রেশন ব্যাঘাত ঘটে তা স্বাভাবিক। তাই প্রয়োজনের স্বার্থে, ছবির স্বার্থে, নিজের অভিনয়ের স্বার্থে খানিকটা সিরিয়াস হওয়া প্রয়োজন বৈ-কি। সুচিত্রা সেনকে কোনো শিল্পীর। সুচিত্রা সেনের মতো রিজার্ভ আর্টিস্ট আজ আর বেশি নজরে পড়ে না। সুচিত্রা সেনের খ্যাতি এবং সার্থক চরিত্র।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

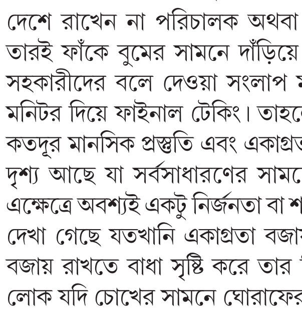

জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

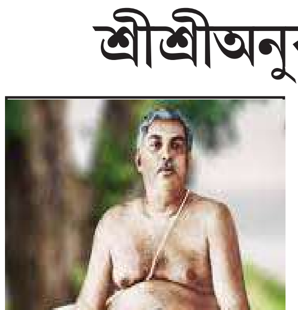

ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে তাদের সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর যেন প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময় অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং

আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং নৌ বিদ্রোহ না হলে ভারত কি সত্যিই স্বাধীন হত?

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রতি বছর ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর একটি বছর পরেই এই বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান, ক্রোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি এবং বার্মার মতো কয়েকটি দেশ। ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলার আগেই। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করার বহু ইতিহাস রয়েছে। এই সব ইতিহাসকে খুঁজে বের করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে বহু গোপন বৈঠক হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নেতাদের নিয়ে। বহু কাল ধরে এই গোপন আলাপ আলোচনা চলছিল। সেই আলাপ আলোচনায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তাঁরা তখন ভারতে রয়েছেন। এদিকে ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লর্ড হার্জিঞ্জকে হত্যার মূল পরিকল্পনা কারীকে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তারা বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ফেলেছে। তারপরে তাদের নির্মম অত্যাচার করে অমানবিক জেরা করে খানিকাট আভাসে রাসবিহারী বোসের নামটা খুঁজে পায়। কিন্তু রাসবিহারী বোস যে যুক্ত ছিলেন তার কোনও তথ্য তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ কর্তারা গোয়েন্দাদের ওপরে চাপ দিতে থাকে রাসবিহারী বোসকে খুঁজে বের করে তাঁকে গ্রেফতার করার। কোথাও রাসবিহারী বোস? একেবারে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছেন। এবারে রাসবিহারী বোস পরিস্কার বুঝতে পারলেন ভারতে থাকাটা তাঁর পক্ষে একেবারে নিরাপদ নয়। সেই কারণে তিনি সেই কারণে গোপনে ক্যাপ্টেন মোহন সিংসহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন গা ঢাকা দিয়ে জাপানে চলে আসতে। জাপান একবার চলে আসলে তাঁর জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ পরিচালনা করার জন্য এখনই প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের। এতদিন ধরে অতি গোপনে যে বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা ভারতের মাটি থেকে রচিত হচ্ছিল তা এখন স্বার্থক রূপ পেতে চলল। রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বোস পরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিলেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে জাপান হঠাৎ করে না গিয়ে তার আগে তিনি জার্মানের হিটলারের সঙ্গে কথা বলা বলবেন। হিটলার কতখানি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে সেটা জানার খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে সুভাষ চন্দ্র বোস আগে জাপান না গিয়ে তিনি গোপনে জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হন। হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। হিটলার তাঁকে পরিস্কার করে বলে দিয়ে ছিলেন যে এত দূর থেকে জার্মান কোনও রকমভাবে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে না। একমাত্র তাদের মিত্র দেশ জাপান ভারতের খুবই কাছে। জাপান এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। ইতি মধ্যে জাপানে তৈরি হয়ে গিয়েছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং তখন জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের সংগ্রহ করে বাহিনী তৈরি করে ফেলেছেন। তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী বোস। রাসবিহারী বোস অতি দক্ষতার সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী বাহিনী পরিচালনা করতে থাকলেন। জাপান সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' সম্মানে ভূষিত করে। তিনি ১৯৪২ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এটি পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। তারপরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন জেনারেল মোহন সিং সিঙ্গাপুরে প্রথম এই বাহিনী তৈরি করেছিলেন। পরে এটি ভেঙে দিয়ে রাসবিহারী বোস আজাদ হিন্দ হিন্দ বাহিনী নাম দিয়ে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জাপানে উপস্থিত হয়েই আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার পাশাপাশি 'আদাজ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান যেসব অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেই সব স্থানগুলি আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে তুলেন দেয়। তার ফলে নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন ২১ অক্টোবর। এবারে ২০২৫ সালে ২১ অক্টোবর সেই সরকারের ৮৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। দিল্লির কর্তব্য পথে (আগে রাজপথ নামে পরিচিত) সেখানে নেতাজি যে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানেও নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। কলকাতায় আজাদ হিন্দ বাহিনী স্মৃতি স্তম্ভেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আদাজ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হল। মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান এবং যুদ্ধ মন্ত্রী সুভাষচন্দ্র বসু। অর্থমন্ত্রী হন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এসি চ্যাটার্জি। মহিলা সংস্থার মন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। মন্ত্রী পদমর্যাদার সচিব শ্রী এ এম সহায়, প্রচার মন্ত্রী এস এস আয়ার, আইএনএর প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে কে ভোঁসলে, আইএনএর প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লোগানাথন, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল এহসান কাদির, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল এনএস ভগত, আইএনএর প্রতিনিধি এম জেড কিয়ানি, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল শাহ নেওয়াজ খান, আইএনএর প্রতিনিধি গুলজারা সিং, সর্ব্বোচ উপদেষ্টা রাস বিহারী বোস, বার্মার উপদেষ্টা করিম জিয়ানি, থ্যাইল্যাণ্ড উপদেষ্টা দেবনাথ দাস, থাইল্যাণ্ড থেকে উপদেষ্টা সর্দার ইশার সিং, হংকং থেকে উপদেষ্টা ডিএম খান, সিঙ্গাপুর থেকে উপদেষ্টা একজন ইয়েলাপ্পা, সিঙ্গাপুর থেকে উপদষ্টো এ এন সায়গল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বেশ কয়েকটি দেশ। যার ফলে ইংরেজ সরকার বিব্রত বোধ করতে থাকে। মালয়, থ্যাইল্যণ্ড এবং বার্মার বহু ভারতীয়রা অর্থ দিয়ে এই সরকারকে সাহায্য করতে শুরু করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর নিজস্ব গুপ্তচর সংস্থা ছিল। তাদের কাজ ছিল ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ সরকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এখন ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে তার খোঁজ নেই পাশাপাশি ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সদস্যরা কোথায় কোথায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে তার খোঁজ নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে তথ্য দিয়ে গবেষণামূলক বই রচনা করেছেন ডক্টর তখন চট্টোপাধ্যায় (ডিলিট, আইপিএস) তাঁর 'আইএনএ অ্যাণ্ড সিক্রেট সার্ভিস'। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি একটি দিনে গড়ে ওঠেনি। এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২০ সাল থেকে। প্রথম দিকে 'ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ' একটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। ভারতীয় প্রবাসীরা এই সংগঠনটিকে পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কেপি মেনন, নেদিয়া রাঘবন, প্রীতম সিং, এসসি গোহোসহ আরও অনেকে। এঁনাদের কাজ ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের একত্রিত করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা এবং পাশাপাশি জাপানি দখলদারী ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী প্রস্তুত করা। টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয়ে ছিল। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হলেও তারপরে ব্যাংককে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে এটিকে যুক্ত থাকতে হবে। ১৯৪৩ সালে টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সুভাষ চন্দ্র বসুকে আজাদ হিন্দ এর অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নেতাজিকে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সালে প্রীতম সিং ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন। বহু ইতিহাসবিদেরা বলেন স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস।

কলকাতার কালী পুজো মানেই সোমেন-ফাঁটা

সম্বিত বসু

মৃত্যুর দু'দশক পরে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ফাটাকেষ্টর কালী পুজো। কলকাতা। সাতের দশক আসতে চলেছে। মাঝে মাঝেই দু'-একটা খুন। রক্ত। বোমা। পুলিশি টহলদারি। সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের কাছাকাছি সেদিন অবশ্য পুলিশি টহল ছিল না। ছিল জনা দুই রহস্যময়, ওত পেতে। অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। হাতে সুচতুর ভাবে লুকনো বহু অভ্যস্ত ছুরি। দু'জনের একজন এ পাড়ারই নকুল। আরেকজন বরানগরের নীলু। কেষ্টা কখন আসবে, সেজন্য যেন তাদের ঘড়ির কাঁটাও ধারালো হয়ে উঠছে। সময় একটু পরেই যেন রক্তে ভেসে যাবে।

কিন্তু সেরকম সুবিধে করে উঠতে পারল না এই দুই জাঁদরেল। কারণ 'কেষ্টা'কো পকড়না মুশকিল হি নেহি, না মুমকিন হ্যায়। ছুরির কোপ লেগেছিল বটে, তবে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের লড়াইয়ে জিতে গিয়েছিলেন একলা যুবকটি। ভরতি হতে হয় মেডিক্যাল কলেজে, তবে যখন ফের পা রাখছেন পাড়ায়, ততক্ষণে নাম হয়ে গিয়েছে 'ফাটা কেষ্ট'। কয়েকটা ছুরির কোপ তাকেই নয়, আঘাত করে তার নামকেও। সেই থেকেই তিনি 'ফাটাকেষ্ট'। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। নিলামের কারবার সামলানো, নকশাল-দমন, মুকুটে পর পর সাফল্যের পালক। নকশাল আমলে ওই তল্লাটেই মির্জাপুর স্ট্রিটের ছেলে জনৈক 'গন্ডার' ফাটাকেষ্টকে বোমা মেরেছিলেন। ফাটেনি। ফাটা সেই বোমা হাতে তুলে নিয়ে পাল্টা ছুড়ে মারেন।

নরেন সেন স্কোয়ারের মাঠের কাছে ওই জায়গাতেই ফাটাকেষ্টর ক্লাব নবযুবক সংঘের ঘর। উত্তম-সুচিত্রা, লেভ ইয়াসিন, অমিতাভ, রাজেশ খন্না, বিনোদ খন্না, জিতেন্দ্র, মালা সিন্‌হা, আর ডি-আশা... কে না এসেছেন সেখানে। মণ্ডপের অনেক পিছনে হ্যারিসন রোডের গলতা ধরে কোন ফিল্মস্টার বা নেতা ঢুকলেন, শেষ মুহূর্ত অবধি গোপন থাকত। ক্লাবঘর থেকে ল্যান্ডফোনে খবর যেত কেশব সেন স্ট্রিটের অফিসে। তার পরই জনতাকে চমকে মাইকে ঘোষণা! নাটকটা এতটাই ভাল বুঝতেন ফাটাকেষ্ট। কাশী থেকে সীতা রামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর আসার সময়ে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছিলেন নিজে। জটাজুটধারী সাধুকে ঘাড়ে নিয়ে জনসমুদ্র ঠেলে ঢুকছেন ফাটাকেষ্ট, দেখে পাবলিক পাগল হয়ে গিয়েছিল! কে এই ফাটাকেষ্ট? আসল নাম 'কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত'। বাবার পানের দোকান কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। দোকানের দেখাশোনা করতেন ফাটাকেষ্ট নিজেও। কালীভক্ত এই মানুষটি ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে মাঝেমধ্যেই দাঁড়িয়ে ভাবতেন জমিয়ে পুজো করার কথা। ১৯৫৫ সালে প্রথমবারের জন্য শুরু করেন কালীপুজো। সেই পুজো অবশ্য আজকের মতো বিরাট করে হত না। শুরুর ঠিকানা ছিল গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেনে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য। ফলে পুজো তুলে আনেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটি ঘরে। বছর দুই পরে পারমিশন নিয়ে যা নেমে এল রাস্তায়।

শরীরচর্চার রেওয়াজ ছিল তাঁর। ডাম্বেলও ভাঁজতেন মাঝেসাঝে। পেটাই চেহারা। গালে বসন্তদাগ। উত্তমকুমার, হ্যাঁ, স্বয়ং উত্তমকুমারও মৃত্যুর আগের বছর পর্যন্ত একটানা এসেছেন এই ফাটাকেষ্টর পুজোয়। যখন নেমন্তন্ন করতে যাওয়া হত, বলতেন, 'শুটিং না পড়লে পুজোর সময়ে যাব, নইলে আগেভাগেই যাব।' প্রণাম সেরে প্রতিবারই মঞ্চে কিছু না কিছু বলে যেতেন উত্তম কুমার।

পুজোর জাঁকজমকে সোমেন মিত্তিরের পুজোও কম যেত না! কিন্তু বাস্তব-অতিবাস্তবের মিশেলে ফাটার আলাদা মেজাজ। তাঁর পুজোয় কালীর ভরের কথা শুনলে সোমেন বলেন, ও সবে একটু ইয়ে আছে! ফাটার দু'টো টেক্কা; ভাসানের জাঁকজমক আর উত্তমকুমার! কিন্তু বছর-বছর কেন মহানায়ক শুধু ফাটাকেষ্টর পুজোতেই যেতেন? কেউ কেউ বলেন, উত্তমের এই ফাটা-প্রীতির মধ্যেও আদতে ভয়! নকশাল-আমল পরবর্তী আতঙ্ক। মাথার উপরে ডাকাবুকো ফাটার বরাভয় সম্ভবত মহানায়কও জরুরি মনে করতেন। এ নিয়ে জটিলতাও কম হয়নি। শোনা যায়, ফাটার প্রতিপক্ষ-শিবির এক বার কৈফিয়ত চায়, আমাদের পুজোয় যাবেন না তো ফাটাকেষ্টর পুজোয় কেন যান? উত্তম বলেছিলেন, ''ও তো আমার নিজের পুজো!'' এই ঘটনার পরেই বিবেকানন্দ রোডে উত্তম-পুত্র গৌতমের ওষুধের দোকানের কাছে মস্ত বোমা পড়ে। এক মহিলা মারা গিয়েছিলেন। উত্তমকুমারের সঙ্গে ফাটাকেষ্টর সম্পর্ক কিন্তু আমৃত্যু টাল খায়নি। উত্তমের মৃত্যুর পর ফাটার মঞ্চে তারকাখচিত স্মরণসভা হয়। ফাটাকেষ্টর বিয়ের গল্পেও উত্তমকুমার। পাড়ার একটি মেয়েকে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন কেষ্ট। চালু মিথ, শ্বশুরমশাই বাগড়া দিতে পারেন ভেবে জামাই বাবাজীবন তাঁকেও তুলে নেন। তবে ফাটা-শিবির এর সত্যতা মানে না। ফাটাকেষ্টর এক বন্ধুর থিয়েটার রোডের ডেরায় নাকি বিয়ে হয়েছিল। খাবার এসেছিল চাংওয়া থেকে। পরে বড় করে অনুষ্ঠান হয়। উত্তমকুমার এসে সোনার দুল দিয়ে বউমাকে আশীর্বাদ করেন। কালী পুজো মানেই সোমেন-ফাঁটা।

নদিয়া তীর্থ ঃ নবদ্বীপ ও হালিশহর

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলার অক্সফোর্ড যদি নবদ্বীপ হয় তাহলে বলতে হবে কেমব্রিজ হচ্ছে হালি শহর। কারণ এই দুটি স্থান এক সময়ে বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে ভারতের দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখনকার টোলে পড়তে আসতো। এমনকী মিথিলা

থেকেও ছাত্ররা এক সময়ে নবদ্বীপে পড়াশুনা করতে উপস্থিত হত। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলাতে পড়তে যেত বাংলার পড়ুয়ারা। তারা সেখান থেকে বিদ্যা চর্চা করে বাংলায় এসে টোল খুলে সংস্কৃত ভাষা শেখাতো। কবি বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। বাংলার সেই সময়ে চণ্ডিদাসও বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবি ছিলেন। তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এখনও পণ্ডিত সমাজে চর্চার বিষয়। আসলে নবদ্বীপের কদর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ছিল চৈতন্যদেবের সময়েই। সেই সময়ে চৈতন্যদেব নবদ্বীপের নামকে একেবারে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বৃন্দাবন থেকে রূপ সনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এসেছিলেন নবদ্বীপে বৃন্দাবন থেকে। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে এসে 'চৈতন্য ভাগত' রচনা করেছিলেন আর কৃষ্ণদাস কমিবরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। সেই সময়ে নবদ্বীপের নাম সারা ভারত জুড়ে প্রচার হতে শুরু করে দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মগুরু চৈতন্যদেবকে ঘিরে পণ্ডিত সমাজ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন সবাই। চৈতন্যদেবই হিন্দু ধর্মের সংস্কারক বলা য়েতে পারে। তিনি প্রথম বললেন, পুজো অর্চনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরে পেতে গেলে নামগান করতে হবে। সংকীর্তন শুরু হয়ে গেল সারা নবদ্বীপ জুড়ে। এর পরেই নাম করতে হয় হালি শহরের। বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান হচ্ছে নবদ্বীপে। আর শাক্তমিশ্রিত মানবিক পদাবলীর সঙ্গীত শুরু হচ্ছে হালি শহরে। হালি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ছিল নবদ্বীপের উত্থানের পরই। এই হালি শহরের ঐতহ্যিকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন শিবসৌম্য বিশ্বাস। তাঁর সেই বইয়ের নাম হচ্ছে '' রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের পটভূমি রাসমণির জন্মভূমি হালি শহর''। হালি শহরের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই বইটি রচনা করেছেন তিনি। নবদ্বীপের জাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন চৈতন্যদেব। তিনিই নবদ্বীপকে সেরা শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ভারতর সর্বত্র প্রচার করিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনই এক সময়ে বাংলা থেকে শুরু করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। চৈতন্যদেবের পরই কিন্তু বাংলায় আবার নতুন করে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে হালি শহরের নাম উঠে আসে। কারণ এই হালি শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেই সবাইকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকী নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত ভারতের সঙ্গীত জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। এই স্থানে রয়েছেন ভারতচন্দ্র। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যও ভারতে জনপ্রিয়। আসলে বাংলায় তখন শুরু করে গিয়েছে বোধী চর্চা। দেশে মধ্যে নতুন করে জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। মধ্য যুগের ধর্ম সংস্কৃতি আর চলছে না। এবারে নতুন ভাবনা হিন্দু ধর্ম প্রসারিত হতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম মা কালী আর দেবী নন। তিনি একেবারে ঘরের মেয়ে। তিনি একদিকে মা আবার অন্য দিকে তিনি একটি বাংলার কন্যা। বাংলার কন্যা হিসাবে বেশি করে গ্রহণ করেছেন রামপ্রসাদ সেন। সেই কারণে তিনি বারবার শ্যামা মাকে কন্যা রূপে দেখতে ভালোবাসেন। চৈতন্যদেবের সময়ে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে চৈতন্যদেবকে জ্ঞানদাস, গোবিন্দা দাস এমকী বৃন্দাবন দাসও শ্রীকৃষ্ণ বলে পুজিত করেছেন। তাদের কাব্যে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ রূপে উপস্থিত। ঠিক সেই রকম হালি শহরে কবি রামপ্রসাদের গানে মাকে শুধু দেবী হিসাবেই আমরা পেলাম না কখনও আপন মা আবার কখনও আপন কন্যা রূপে উপস্থিত। দেবীর আসন বসিয়ে রামপ্রসাদ সেন কালীর সাধনা করেননি। তিনি বলেছেন, মা শ্যামা একেবারে বাংলার ঘরের মেয়ে। তিনি একাধারে মাতৃরূপিনী মা আবার অন্য দিকে তিনি দয়াময়ী বাংলার কন্যা। তিনি বিপদে আপদে বাংলার সাধারণ মানুষের দ্বারে এসে উপস্থিত হন। সেই কারণে রামপ্রসাদ বারবার শ্যামা মায়ের কাছে আবদার করেছেন। তিনি বাংলার অভাবের কথাকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সঙ্গীাতের মধ্যে দিয়ে। এবং শ্যামা মায়ের কাছ থেকে সেই অভাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রার্থনাও করেছেন। আসলে বাংলার অভাব অভিযোগ নিয়ে রামপ্রসাদ তাঁর কালী মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিকার চেয়েছেন। বাংলা কৃষি প্রধান দেশ। সেই দেশের কৃষক সমাজ একেবারে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে তিনি শ্যামা মায়ের কাছে সঙ্গীত রচনা করে প্রতিকার চেয়েছেন। হালি শহরের আর একজন বিখ্যাত কবি ভারত চন্দ্র। তিনি তো 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। সেখানে তিনিও বলেছেন, '' তার সন্তান য়েন থাকে দুধে ভাতে''। এই সব কবিরা কিন্তু নিজেদের জন্য বা ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য কোনও দেবীর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেননি। তারা সবার জন্য দেবীর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের বক্তিগত কোনও চাহিদাকে পূরণ করার কথা একবারও তাদের রচনায় উল্লেখ নেই। তাঁর বারবার দেশের সবার মঙ্গলের জন্য দেবীর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। নবদ্বীপে গণজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি বলেছিলেন মানুষ সবই সমান। কোনও জাতিভেদাভেদ নেই। কোনও বর্ণ নেই। একবার নাম সংকীর্তন করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব হবে।

বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই বাংলা ভাষার উন্নতি

রামগোপাল দাস

'বাংলা ভাষার জনক কে?' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। 'সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণের মতো ভাষার পিতৃত্ব নিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ নয়। ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব অপেক্ষা বহু মাতৃত্বই প্রযোজ্য। মৃত্যুঞ্জয় এই নবজাত ভাষাশিশুকে সুতিকাগৃহে স্তন্য দিয়েছিলেন, রামমোহন একে কৈশোরক্রীড়ার ক্ষেত্রে আপন নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে শিখিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র একে পূর্ণ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের বিচিত্র কর্তব্য পালনেরউপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করেছেন।' 'লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।''

নেহাত আমাদের পাঠ্য ছিল 'সীতার বনবাস', নইলে অবধারিত ভাবে 'পথের পাঁচালী'র অপুর মতো মনে হত, ''খুঁজে বার করতে হবে কোথায় আছে এই লেখা।'' যেটুকু তাঁর লেখা পড়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি তাঁর গদ্য-সাহিত্যে, রবীন্দ্র নাথের উক্তি দিয়েই যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপন করা যায় সেই বিষয়ে। ''বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।... তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'' প্রসঙ্গক্রমে, 'বাংলা ভাষার জনক কে?' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। 'সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণের মতো ভাষার পিতৃত্ব নিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ নয়। ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব অপেক্ষা বহুমাতৃত্বই প্রযোজ্য। মৃত্যুঞ্জয় এই নবজাত ভাষাশিশুকে সুতিকাগৃহে স্তন্য দিয়েছিলেন, রামমোহন একে কৈশোরক্রীড়ার ক্ষেত্রে আপন নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে শিখিয়ে ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র একে পূর্ণ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের বিচিত্র কর্তব্যপালনের উপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করেছেন।' এই অতীব উত্তম সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. অমিয় বক্সী সম্পাদিত)।এখন পুজো নিয়ে মোচ্ছব, দেখনদারির রমরমা, সব তুচ্ছ হয়ে যায় শঙ্খ ঘোষ উদ্ধৃত ('বড় কাজ একাই করতে হয়', ২৬-৯) ঈশ্বরচন্দ্রের কথায়, ''গরিবদের সারা বছর দু'মুঠো খাওয়াতে পারলে পুজো না করলেও চলবে।'' যে স্বপ্ন, যে কাজ রূপায়িত করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে সেই সময়ে কেউ সাহস পাননি, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্থিতধী দৃঢ়চেতা মানসিকতায় সেই বিধবাবিবাহের মতো দুরূহ কাজ সম্পন্ন করলেন সহস্র সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়ে। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাঁর বন্ধুর বালিকা কন্যা প্রভাবতীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'ব্রজ বিলাস'। এগুলি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় (তথ্য 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত')। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ছেলে যখন বিধবা বিবাহে সম্মতি প্রদানের জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান, তখন তাঁর মনে হয়, ছেলে স্বাধীনভাবে এই কাজে ব্রতী হয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা বাপ-কা-বেটা আওড়ে থাকি।

এবার কি রাজনীতির ময়দানে পা রাখবেন এনামুল হক!

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদের লালগোলা

থানার অন্তর্গত তারানগর গ্রামের ভাঙন কবলিত এলাকার শতাধিক মানুষের পাশে দাঁড়ালেন লালগোলার ভূমিপুত্র ও শিল্পপতি এনামুল হক। প্রসঙ্গত, গত প্রায় দু'মাস ধরে লালগোলার তারানগর গ্রাম গঙ্গা নদীর ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়েছে। ঘরবাড়ি, জমি -জমা, সম্পত্তি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন সেখানকার বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবার। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই পরিবারগুলোকে এক প্রস্থ সাহায্য করা হয়েছে। এবার লালগোলা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের সাহায্য নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাথায় বটগাছ হয়ে ছাতা ধরলেন এই উদ্যোগপতি। চাল, ডাল খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি প্রায় আড়াইশো পরিবারের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দিলেন তিনি। তবে রাজ্যে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লালগোলার সমস্ত শীর্ষ তৃণমূল নেতাদের নিয়ে যেভাবে এনামুল হক গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তার সঙ্গে ভোট রাজনীতির যোগ আছে বলেই অনেকের মত। সূত্রের খবর, লালগোলা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ভাঙন কবলিত এলাকার জন্য সেরকমভাবে কোনও কাজই করতে পারেননি। তাই এলাকার মানুষজনের ক্ষোভ রয়েছে বিধায়ক, মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে। এবার সেই ক্ষোভ নিরাময়ে লালগোলার তৃণমূল নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন এলাকারই বাসিন্দা এই ব্যবসায়ী। তারানগর এলাকায় প্রায় ২৫০ জন মানুষের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'ভাঙনে যে সমস্ত মানুষের ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। কিন্তু তারপরেও সেইসব মানুষজনের ক্ষতির কিছুটা সুরাহা করতে তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এই এলাকারই বাসিন্দা। আমি মানুষের জন্য কাজ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।' তিনি আরও বলেন, ' আমার সংস্থার মাধ্যমে এদের সামান্য কিছু সাহায্য করেছি। ভবিষ্যতে এলাকাবাসীর জন্য আরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে।' তারানগরবাসীকে সাহায্য প্রদানের এই কর্মসূচির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লালগোলার নবগঠিত কোর কমিটির কনভেনার রুমা ব্যানার্জি সহ সেলিম আখতার, হজরত আলী, মিনারুল ইসলাম রকি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির অন্য কয়েকজন সদস্য। তবে এই কর্মসূচিতে অনুপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মহম্মদ আলী। উপস্থিত কোর কমিটির সদস্যরা দাবি করেছেন, দলের অনুমতি নিয়েই তাঁরা এনামুলের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের ভোটকুশলী সংস্থার সার্ভে অনুযায়ী লালগোলার বর্তমান তৃণমূল বিধায়কের 'পারফরম্যান্স'এ অসন্তুষ্ট তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই ব্যবসায়ী পরিবারের এক সদস্যকে প্রার্থী পদে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা চলছে তৃণমূলের অন্দরে। এমনকি এনামুল ঘনিষ্ঠ কোনও একজন ডাক্তারকেও প্রার্থী করার বিষয় জোর জল্পনা শুরু হয়েছে লালগোলা বিধানসভা এলাকায়। তাই ব্যবসার ময়দান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে সম্ভবত আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজনীতির ময়দানে পা রাখতে চলেছেন সমাজসেবী তথা ব্যবসায়ী এনামুল হক।

মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়াতে এআই-এর ব্যবহার, পুলিশের সক্রিয়তায় ভেস্তে গেল বিদেশি ষড়যন্ত্র!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ অক্টোবর ঃ সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ নিল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ প্রশাসন। ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ও এক্স-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে সাম্প্রদায়িক ও উসকানিমূলক পোস্ট এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছিল। এই বিষয়ে খবর পাওয়ার পর সক্রিয় হয় জেলা পুলিশ ও সাইবার সেল। যৌথ তদন্তে নেমে ১,০৯৩ টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ১১ হাজারেরও বেশি বিদ্বেষমূলক পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে খবর, ডিলিট করে দেওয়া একাধিক অ্যাকাউন্ট বিদেশ এবং অন্য রাজ্য থেকে পরিচালিত করা হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তিদের মুখ বসিয়ে ভুয়ো বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছিল। এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতেই একের পর এক সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টকে ব্লক করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। শুধু তাই নয়, ৪০০ জনেরও বেশি জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ সাইবার থানার আইসি, উৎপল কুমার সাহা বলেন, কিছু মানুষ সোশাল মিডিয়াকে ধর্মীয় হিংসা এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে। গত কয়েকদিনে ১১ হাজারেরও বেশি বিদ্বেষমূলক পোস্ট ডিলিট করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হাজারেরও বেশি প্রোফাইলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত অ্যাকাউন্টকে ব্যবহার করে একের পর এক উস্কানিমূলক পোস্ট করা হচ্ছিল বলে দাবি ওই পুলিশ আধিকারিকের। শুধু তাই নয়, আইসির দাবি, ৪৮৬ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নেওয়া হচ্ছে আইনত ব্যবস্থা। এমনকী বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও এদিন জানিয়েছেন উৎপল কুমার সাহা। জানা গেছে, ঘটনার পর পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো গুজব রুখতে শুরু হয়েছে MurshidabadFakeNews ও VerifyBeforeShare নামে বিশেষ হ্যাশট্যাগ-সহ প্রচার, যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় তরুণ-তরুণী এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদেরও এই প্রচারে যুক্ত করা হয়েছে। ভুয়ো খবরের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।

অসুস্থ হয়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২২ অক্টোবর ঃ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া এলাকায়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আতিকুল শেখ। চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। পরিবারের দাবি, অম্বল গ্যাসের কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ২২ অক্টোবর বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ ময়নাতদন্তের পর তার দেহ আনা হয় নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুরের রানহা গ্রামে তাঁর বাড়িতে। পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। জানা যায়, সংসারের অভাব অনটন দূর করার জন্য রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে অর্থ রোজগার করে পরিবারকে সুখে রাখবেন ছিলো এই তাগিদ। রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে। ছেলে -মেয়েরা সবাই ছোটো। গত রবিবার কাজ ছেড়ে এসে রাত্রিবেলা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পরলে দ্রুত তাকে তার সহকর্মীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারে খবর আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে ও এলাকায়। চেন্নাইয়ে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর বুধবার সকালে তার মৃতদেহ বাড়ি ফিরতেই আত্মীয়- স্বজন থেকে এলাকাবাসীরা ভিড় জমান শেষ বিদায় জানাতে ও পরিবারকে সমবেদনা জানাতে। পরিবারের তরফে মৃতর ভাই বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি যাতে করে এই অসহায় পরিবারের পাশে তিনি দাঁড়ান।

পুলিশ সুপারের ঘটনাকে ঘিরে বিজেপির কোতোয়ালি থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি! গ্রেপ্তার ১০ জন, তিন জনের জামিন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২২ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর রাতে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের গভীর রাতে হাফপ্যান্ট স্যান্ডো গেঞ্জিও মাথায় ফেট্টি পড়ে স্থানীয় নাবালক এবং মহিলাদের মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হওয়ার পর ওই এলাকায় পথ অবরোধ করেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা পরবর্তীতে বিরাট পুলিশ বাহিনীকে লাঠিচার্জ করে পথ অবরোধ তুলে দেন এবং এই ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয় গতকাল। যার মধ্যে তিনজন মহিলা ছিলেন। বুধবার তাদের কোচবিহার আদালতে তোলা হলে আদালত তিনজন মহিলার জামিন মঞ্জুর করেন দুজনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন এবং পাঁচজনকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়াতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মীরা দ্বিভক্ত হয়েছেন। একদিকে পুলিশ সুপারের বাঁশ দিয়ে পেটানোর সিসিটিভি ফুটেজ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ রীতিমত কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতাকে। যদিও তিনি বলেছেন পুলিশ সুপার মারকুটে নয় তবে মানুষের মধ্যে ভালো এবং খারাপ দুটো গুণই থাকে। অপরদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কোচবিহার জেলা বিজেপি। বুধবার রীতিমতো পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপড়ে দিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন - কালীপুজোর রাতে যে ঘটনা ঘটেছে তা সত্যি গ্রহণযোগ্য নয়। একজন পুলিশ সুপার যেভাবে স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে হাফপ্যান্ট পড়ে মাথায় ফেট্টি

বেঁধে এলাকার শিশু মহিলাদের নির্বিচারে মারধর করেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। তিনি আরো বলেন অবিলম্বে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের বদলিসহ যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিনা শর্তে তাদেরকে রেহাই দিতে হবে। তিনি বলেন পুলিশ যে ধারায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নামে মামলা রজু করেছে তা সত্যি লজ্জার। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিল পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে আদৌ কি কোন তদন্ত করবে পুলিশ এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন - পুলিশ সুপারের উপরেও রয়েছে হাইকোর্ট সেই হাইকোর্টে যদি জনস্বার্থ মামলা হয় সেক্ষেত্রে কোচবিহারের পুলিশ সুপারেরও বারবার আদালতে যেতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য গতকাল ওই এলাকার আইনজীবী মল্লিকা কারজি, যিনি নিজেও আহত হয়েছেন এবং যাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তিনি ইতিমধ্যে জানিয়েছেন হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা রজু করবেন। যদিও গতকালের ঘটনার পর কোচবিহার পুলিশের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ সাংবাদিকদের দেওয়া হয় সেখানে দেখতে পাওয়া যায় স্থানীয় মানুষরা বোম ফাটাচ্ছিল। প্রশ্ন উঠছে অন্যান্য যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে এত সক্রিয়. দেখতে পাওয়া যায় না কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে। সিসিটিভি ফুটেজ যা ভাইরাল হয়েছে (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) তা নিয়ে রীতিমতো চর্চার বিষয় কোচবিহারে। যদিও সোশ্যাল মাধ্যমে এই নিয়ে দ্বি-বিভক্ত হয়েছে। তবে গতকালের বিকেলের পথ অবরোধ যেভাবে স্থানীয় মানুষদের টেনে হিঁচড়ে লাঠিচার্জ করে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সেই ঘটনার নিন্দায় সরব সব মহল। যদিও কোচবিহার পুলিশ সুপারের সাফাই ছিল - কোন মারধর করা হয়নি। কেন অন্যান্য ক্ষেত্রে এত সক্রিয় থাকে না পুলিশ উচ্ছে প্রশ্ন ? একজন আইনের রক্ষক এভাবে এই ঘটনা ঘটাতে পারেন কিনা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ? আদৌ কি মিলবে এর উত্তর ..

বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফালাকাটা, ২২ অক্টোবর ঃ একটি টোটো (ই-রিকশা) ও একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের ফালাকাটা থানা এলাকার কুঞ্জনগর এলাকায়। নিহতের নাম রাজেশ দাস (২১)। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাতে জগদীশ বর্মণ তাঁর টোটোতে করে পলাশবাড়ি থেকে কুঞ্জনগরে তার শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী মিলন বর্মণ, ছেলে অর্ণব বর্মণ এবং মেয়ে পারমিতা বর্মণ। গভীর রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার সময়, একটি দ্রুতগতির বাইক টোটোটিকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে এটি উল্টে যায় এবং বাইকটি কিছু দূরে একটি সুপারি গাছের সাথে ধাক্কা খায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা বাইক আরোহীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মৎস্যজীবীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ অক্টোবর ঃ পেটুয়াঘাট মৎস্য বন্দর, জুনপুট থানার আন্ডারে পড়ছে। মৎস্যজীবীকে বাড়ি থেকে মাছ ধরতে যাওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। নিখোঁজ পরিবারের অভিযোগ চক্রান্ত করে নদীতে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে। ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে নিখোঁজ পরিবারকে কোন তথ্য দিতে পারেনি প্রশাসন। পরিবারের অভিযোগ পাওনা টাকা বারে বারে চাওয়াতেই হয়তো এই ঘটনার শিকার হয়েছে বলে এমনটা মনে করছেন শেক মনসুরের স্ত্রী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি দু নম্বর ব্লকের কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা, সেক মনসুর তিনি পেশায় মৎস্যজীবী, দীর্ঘদিন ধরে এক ট্রলার মালিকের কাছে মাছ ধরার কাজ করে আসছেন, কিছু বকেয়া টাকাও বাকি ছিল বলে পরিবারের দাবি, গতকাল সকাল এগারোটা নাগাদ মনসুরের বাড়িতে এসে পৌঁছায় ওই ট্রলার মালিকের কর্মচারী, ওই কর্মচারী এসে জোরজবস্তি করে শেখ মনসুরকে নিয়ে যায় পেটুয়াঘাট মৎস্য বন্দরে, তারপরেই আর কোন খোঁজ নেই দুপুর পর্যন্ত, ঘটনা জানাজানি হতেই পরিবারের লোকজন দৌড়ে যায় পেটুয়াঘাটে, সঙ্গে যায় সেক মনসুরের ছেলে, তারা জানতে পারেন গিয়ে ট্রলারে উঠতে গিয়ে শেখ মনসুর পড়ে যায় নিচে, শেখ মনসুরের ছেলে বাবার খোঁজে নেমে যায় নদীতে, তবে বাবার দেখা পায়নি পেয়েছে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া একটি কালো রঙের গামছা যে গামছাতে সামান্য কিছু টাকা ছিল, প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ভাবাচ্ছে যে পরিবার এবং আত্মীয় - স্বজনকে, তাহলে কি শেখ মনসুর পাওনা টাকা বারে বারে চাপ দিতেই কি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, পরিবারও আত্মীয়-স্বজনের অভিযোগ তাকে চক্রান্ত করে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে খুন করা হয়েছে, পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো সত্বেও সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত কোন সদুত্তর তো দিতে পারেনি প্রশাসন, ২৪ ঘন্টার বেশি কেটে গেল পরিবারের লোক শেখ মনসুরের বাড়ি আসার অপেক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ, দাসপুরে তৈরি হবে ৮টি কংক্রিট সেতু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ২২ অক্টোবর ঃ পুজোর পরেই ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া আশ্বাস এবার বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। সেচ দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দাসপুরে আটটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের প্রকল্পও। সেচ দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, দাসপুর অঞ্চলে মোট আটটি নতুন কংক্রিটের সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে দাসপুর-২ নম্বর ব্লকের পলাশপাই নদীর উপরে নিশ্চিন্তিপুর ও পলাশপাইয়ে, দুর্বাচটি নদীর উপরে কাশীনাথপুরে এবং শোলাটোপা খালের উপরে সীতাপুর জুগনিতলায় একটি করে সেতু তৈরি হবে। পাশাপাশি, দাসপুর-১ ব্লকের ধর্মা এলাকায় ভসড়া খালের উপরে চারটি নতুন কংক্রিটের সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এ ছাড়া পলাশপাই নদীর সাতপোতা, নিশ্চিন্তিপুর ও রামপুরে তিনটি এবং দুর্বাচটি নদীর শ্যামগঞ্জে একটি- এই চারটি স্থানে নতুন স্লুইসগেট নির্মিত হবে। সেচ দপ্তরের দাবি, স্লুইসগেটগুলি নির্মিত হলে বর্ষাকালে রামপুর ও পলাশপাই অঞ্চলের কৃষিকাজ অনেক সহজ হবে, জল জমার সমস্যাও কমবে। পাশাপাশি, নবীনমানুয়া, গৌরীচক, চকসুলতান ও ঘুনিঘাটায় আরও কয়েকটি কংক্রিট স্টিলের সেতু নির্মাণের প্রস্তাবও রয়েছে। সঙ্গে নদী ও খালের ড্রেজিংয়ের কাজও হাতে নিতে চায় সেচ দপ্তর। গত ১৪ অক্টোবর থেকে দাসপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শুরু করেছেন রাজ্য সেচ দপ্তরের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এই দলে রয়েছেন সেচ দপ্তরের ডিজাইন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, ঘাটাল সেচ বিভাগের আধিকারিক এবং ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের সাব কমিটির সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উত্তম হাজরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল মাখাল, সেকশন অফিসার মৃণাল হালদার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে দাসপুর-২ ব্লকের জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহরায় অন্যতম। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন তাঁরা। এরপরে গত বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্রস্তাবিত স্থানের উপরে ভিত্তি করে একটি ব্লু প্রিঃট তৈরি করা হয়। শনিবার ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান মনিটরিং কমিটির বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী। এদিন ঘাটাল শহরের কুঠিবাজার এলাকায় চালু হয় এই কমিটির একটি অফিসও। এই উদ্যোগে উৎসাহী হয়েছেন স্থানীয়রা।

আগাম বুকিং না থাকলেও দীপাবলির ছুটিতে দিঘায় উৎসবের আমেজ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২২ অক্টোবর ঃ উইকেন্ডে দীপাবলি ও কালীপুজোর একসঙ্গে পরা সত্ত্বেও আগাম বুকিং তেমন হয়নি, যা নিয়ে হতাশ হয়েছিলেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। তবে সপ্তাহান্তে পরিস্থিতি বদলে যায় দিঘা ও মন্দারমণিতে ছুটির দিনে উপচে পড়ে ভিড়। ফলে মুখে হাসি ফুটল পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের। শুধু সমুদ্র সৈকত নয়, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরেও দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এপ্রিলে মন্দিরে উদ্বোধনের পরে দিঘায় পর্যটকদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, দুর্গাপুজোর মতো ধনতেরাসের দিন থেকে দীপাবলি পর্যন্ত লক্ষাধিক পর্যটক মন্দিরে এসেছেন। বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে এই প্রথম অন্নকূট উৎসব ও গোবর্ধন পুজো পালিত হবে। ফলে প্রচুর পুণ্যার্থী মন্দিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন দিঘা জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি কমিটির সদস্য রাধারমণ দাস। তিনি বলেন, ' প্রথম দিঘার মন্দিরে দুর্গাপুজো ও দীপাবলির পালিত হলো। এই কারণে মন্দির ঘিরে পুণ্যার্থীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ রয়েছে। দুর্গাপুজোর সময়ে প্রায় ৭ লক্ষ দর্শনার্থী মন্দিরে এসেছিলেন।' অন্য দিকে শনিবার থেকে টানা ছুটি চলছে। তাই সমুদ্র সৈকতেও পর্যটকদের ভিড় থিক থিক করছিল। দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, আগাম বুকিং কিছুটা কমলেও স্পটবুকিং বেড়েছে। বেশিরভাগ হোটেলের ৭০-৮০ শতাংশ রুম ভর্তি। আগে দীপাবলির ছুটিতে ভিড় হতো। কিন্তু এ বছরের মতো ভি। হয়নি। টানা ছুটির কারণে এ বার প্রচুর পর্যটক দিঘাতে ছুটি কাটাতে এসেছেন। হোটেল মালিক সংগঠনগুলির কথায়, পরে পুজোর ছুটি শেষ হয়ে যাবে। তাই এতে ভিড়। যদিও সব কিছুদিকে নজর রেখেছিল প্রশাসন। পর্যটকদের ঢল নামায় দিঘার ও মন্দারমণিতে পুলিশি নটজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

শিশু চুরির অভিযোগে হুলুস্থুল! আটক মহিলা, উদ্ধার শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ অক্টোবর ঃ শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির অভিযোগে হুলস্থুল! কিছুক্ষনের মধ্যে উদ্ধার হল শিশু, আটক এক মহিলা। জানা গেছে, বার কোন্নগর ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা নেহা কুর্মি প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি হন। বুধবার সিজার করে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। আজ সাড়ে এগারোটা নাগাদ তার ছুটি হয়। বাইরে গাড়ি ডাকতে যান পরিবারের লোক। সেই সময় কালো বোরখা পরে এক মহিলা এসে বলে তারও নাতি হয়েছে। তাই শিশুটিকে কোলে নিতে ইচ্ছে করছে। এরপরই মায়ের কোল থেকে শিশুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান ওই

মহিলা। পুলিশ খবর পেয়ে তৎপর হয়। সিসিটিভিতে দেখা যায় মহিলা শিশু কোলে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালে পৌঁছান আই সি শ্রীরামপুর,এসিপি সহ চন্দননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। শ্রীরামপুর নগার মোরে মহিলাকে আটক করে পুলিশ। শিশু উদ্ধারে হাঁফ ছাড়ে পুলিশ ও পরিবার। তবে হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলো এই ঘটনা।

সোমনাথ চক্রবর্তী , হাওড়াঃ হাওড়া ডোমজুড়ের দক্ষিন ঝাঁপড়দহ নিউ ইয়ংস্টার এর শ্যামা পূজা এই বছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে কয়েকহাজার ভক্তকে ভোগ বিতরণ করা হয়। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে সুব্রত পারুই, শান্ত পারুই, পার্থ পারুইরা জানালেন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে অঙ্কন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ।

মিরিক থেকে ফেরার পথে খাদে পড়ল গাড়ি! মৃত্যু তিনজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মিরিক, ২২ অক্টোবর ঃ মিরিক থেকে কাকরভিটা যাওয়ার পথে নৌল ডাঁড়ার কাছে বুধবার একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। এতে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, এবং অনেকেই আহত হয়েছেন। যাদের ইতিমধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির মধ্যে একটি শিশুও ছিল, যাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন। তবে শিশুটির মা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি খাদে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধার কাজ শুরু হতে কিছুটা সময় লেগে যায়। পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। মৃতদের নাম পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। দুর্ঘটনাটি ঘটে মিরিক থেকে কাকরভিটা যাওয়ার প্রধান সড়কে। যেই সড়ক সম্প্রতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ দুধিয়া সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মিরিক থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের জন্য এটি বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনার পর সতর্কবার্তা জারি করেছে। তারা রাস্তার নিরাপত্তা ও জরুরি ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। পুলিশ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে। গাড়ির গতিবেগ, রাস্তার পরিস্থিতি এবং চালকের অবস্থার পাশাপাশি নিহত ও আহতদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। গ্রামবাসীরা এখন শিশুটির নিখোঁজ মায়ের সন্ধানে সহযোগিতা করছেন।

রুফ টপ রেস্তোরাগুলিকে নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার সাধারনের সুরক্ষায় রুফ টপ রেস্তোরাগুলিকে নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করতে চলেছে। রেস্তোরাগুলির অগ্নি সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের তৈরি মান্য কার্যবিধি এস ও পি সঠিক ভাবে মানতে হবে বলে জানিয়ে পুর ও নগরউন্নয়ন দপ্তরের তরফে কলকাতা সহ সব জেলা প্রশাসনকে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে তা সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখতে দমকল, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকরা শীঘ্রই সমীক্ষার কাজ শুরু করবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের তরফে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে কিনা তা বিচার করে দেখবে। এইদিকে কালীপুজো ও ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে বিপদ এড়াতে প্রশাসনের তরফে বিধাননগর, নিউটাউন ও লেকটাউন এলাকার সব রুফ টপ রেস্তোরা ১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকার সময় কমিয়ে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রেশন গ্রাহকদের সমাধানে কল সেন্টার চালু

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার রেশন গ্রাহকদের যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টার চালু করতে চলেছে। এই ব্যবস্থায় কল সেন্টারটি প্রতিদিন ১২ ঘন্টা করে কাজ করবে বলে খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি যে কোন ভাষাতেই গ্রাহকরা ১৯৬৭, ১৪৪৪৫ এবং ১৮০০৩৪৫৫৫০৫ হেল্প লাইন নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করা কৃষকরাও তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/২৫_২০২৫/কে/৮১২., তারিখ. : ১৬-১০-২০২৫., নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **টেন্ডার নং. : ২৫_২০২৫; কাজের নাম** ঃ কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের ক্রীড়া কার্যক্রমে সহায়তা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮৫,০২,৩৩৪.০৪/- টাকা; **বায়না মূল্য** ঃ ২,৪২,৬০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১০-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন ১) সন্ন্যাসী দাস ২) সেন্টু দাস সর্ব পিতা মোহন দাস ৩) সোমনাথ দাস পিতা ক্ষুদিরাম দাস সাকিম সুরুল, শান্তিনিকেতন বোলপুর এবং বাঁধনবগ্রাম, কসবা, পাঁড়ুই , বীরভূম যথাক্রমে। বিগত ১৬.০৯.২০১৬ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত- IV-113 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী রঞ্জন বর্ধন পিতা রাধামাধন বর্ধন, সেহালাই মৌজায় রাধামাধব বর্ধন এর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিক্রয় করার জন্য আমোক্তার নিযুক্ত হন। আমার মক্কেল ১) সন্ন্যাসী দাস ২) সেন্টু দাস , দলিল নং ৫০৮৬ মুলে সেহালাই মৌজায় দাগ নং ৫৭২ /২২৭৮ তে ২০৯ শতক জমি এবং ৩) সোমনাথ দাস , দলিল নং ৫০৯২ মুলে দাগ নং ৫৭২ তে ৯১ শতক জমি ক্রয় করেন যাহা খতিয়ান নং ১১৬৯ ভুক্ত। সকল কে অবগত করা যাইতেছে যে আমার , মক্কেলগন উক্ত দাগে গুলি তে রেকর্ড করাবেন এবং কাহারও যদি কোনরূপ আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বোলপুর BL& LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

NIQ,Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP in connection with Virtual Puja Inauguration at Posta, Burrabazar, Kolkata In the Month of October, 2025" **[Job No. KIT/RW/088 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-056/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **25.10.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **১. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০৭আরটি২ তারিখ ২১.১০.২০২৫।** সাঁতরাগাছি ঃ হসপিটাল সাইডিং লাইন নং ০৫ এবং ০৬-এর সম্প্রসারণ সহ ডব্লুসিডি ইয়ার্ড-এর সঙ্গে হসপিটাল সাইডিং লাইন নং ২, ৫ ও ৬-এর সংযোগ, পুরোনো ডেপুটি সিওয়াইএম অফিস ভেঙে ফেলা ও নতুন ডেপুটি সিওয়াইএম অফিস ভবন নির্মাণ ও শান্টিং নেক-এর সুবিধা সহ পিট হুইল লাইনের আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪৬,৮৬,১৮৯.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৩,৪০০ টাকা। **২. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০৯আরটি তারিখ ২১.১০.২০২৫।** ১. খড়গপুর ডিভিসন ঃ বাগনান, বাউড়িয়া, নলপুর-এ নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরোনো প্যানেল ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন এবং ২. খড়গপুর ডিভিসন ঃ উলুবেড়িয়া এবং দেউলটি ডিভিসনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরোনো প্যানেল ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৫,২৩,৮৪৬.০৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭০,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.১১.২০২৫। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৯ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতা-গণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-754)**

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-36/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20(Twenty) nos.** works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **21.10.2025 up to 15.11.2025 13.00 PM.** Bid submission starting from **21.10.2025 up to 15.11.2025 at 13:00 PM.** And Opening on **17.11.2025 at 13:05 P.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-37/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20(Twenty) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **22.10.2025 up to 15.11.2025 13.00 PM**. Bid submission starting from **22.10.2025 up to 15.11.2025 at 18:00 PM**. And Opening on **17.11.2025 at 18:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

রকমারি

হস্তী সুরক্ষায় নয়া উদ্যোগ বনদপ্তরের, গজের গতিবিধি জানতে বসছে এআই ক্যামেরা

হাতি সুরক্ষায় নতুন উদ্যোগ রাজ্যের। হাতির গতিবিধি জানতে এবার তাদের হাতিয়ার এআই ক্যামেরা। খড়গপুর-টাটানগর

ডিভিশনের বাঁশতলা এলাকায় ট্রেনলাইন পারাপার করার সময় একটি হস্তিশাবক-সহ মোট ট্রেনের ধাক্কায় মোট তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তাই এবার রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় হাতির দলের গতিবিধি উপর নজর রাখতে এআই ক্যামেরা বসাচ্ছে বনদপ্তর। ঝাড়গ্রাম ও মানিকপাড়া রেঞ্জ মিলিয়ে প্রথম পর্যায়ে ছ'টি ক্যামেরা বসছে। যার ফলে হাতির সরাসরি ছবি আসবে বনদপ্তরের কাছে।

বনদপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে মোট ছ'টি এআই ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। প্রতিটি ক্যামেরার দাম ৫০ হাজার টাকা। ছ'টি ক্যামেরার মধ্যে দু'টি বাঁশতলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বাকি চারটি ক্যামেরা ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের বরিয়া এলাকায়, রাজ্য স।কের ধারে, একটি ক্যানেল পাড়ে ও একটি ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের অন্য জায়গায় বসানো হচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, পরবর্তীকালে হাতি অধ্যুষিত ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া এলাকায় ও মানিকপাড়া এলাকায় ১০টি এআই ক্যামেরা বসানো হবে। জানা গিয়েছে, এই ক্যামেরার মধ্যে সিম থাকবে। ক্যামেরাগুলি অনেক উঁচুতে বসানো থাকবে। এমনকী ১০০ মিটার দূরের ছবি পরিষ্কার দেখা যাবে। যে এলাকায় ক্যামেরাগুলি বসানো হচ্ছে, সেখান দিয়ে হাতি প্রায়ই পারাপার করে। পারাপার করতে গিয়ে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আরও তপর হয়েছে বনদপ্তর। হাতির গতিবিধি জানতে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে প্রথম ২০২৩ সালে নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে বসানো হয়েছিল ক্যামেরা। তার মধ্যে একটি ক্যামেরা চুরি হয়েছিল। গ্রেপ্তার হয়েছিল একজন। তবে এই ক্যামেরা চুরি হওয়ার আগেই তার ছবি উঠে যাবে। ইতিমধ্যে বাঁশতলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ক্যামেরা বসানো হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলি চলতি সপ্তাহে লাগানো হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, হাতিদের গতিবিধি জানার জন্য এআই ক্যামেরা বসছে। প্রথম পর্যায়ে ছ'টি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। হাতি পারাপার হলেই রেঞ্জ অফিসারের কাছে মেসেজ চলে আসবে। আগাম সতর্ক হওয়া যাবে।

ক্যাশলেস' দেশ গড়তে নতুন পদক্ষেপ, ইন্টারনেট ছাড়া 'ডিজিটাল' লেনদেন চালু আরবিআইয়ের

দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির যাত্রাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি (সিবিডিসি)। গত ৭-৯ অক্টোবর মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে অফলাইনে ডিজিটাল টাকা চালুর কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করল আরবিআই।

এই ডিজিটাল নগদের নাম 'ই রুপি'। তাদের ট্যাগলাইন, 'ক্যাশ বাট ডিজিটাল'। ইন্টারনেট ছাড়াই এই ডিজিটাল মুদ্রা লেনদেন করা যাবে। এই মুদ্রা ব্যবহারকারীর ডিজিটাল ওয়ালেটে জমা থাকবে। ইচ্ছামতো যে কোনও স্থান থেকে তা ব্যবহার করা যাবে। ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকলেও এই 'ই রুপি'র মাধ্যমে দেশের যেকোনও প্রান্তে আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন আমজনতা। বর্তমানে ইউপিআই পেমেন্টের দৌলতে ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে দেশবাসীর একাংশ। এমনকী অতি অল্প টাকাও ডিজিটাল লেনদেন করা হয়। কিন্তু সুউচ্চ পর্বতে ট্রেকিংয়ের সময় বা রোড ট্রিপে গিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইলে সিগন্যাল না পাওয়া গেলে আর পকেটে নগদ না থাকলে আজও বিপদে প।তে হয়। এমন অবস্থায় মুশকিল আসান আরবিআইয়ের ডিজিটাল টাকা।

এটা নগদের ডিজিটাল রূপ। সাইবার সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে তৈরি হওয়ায় এই পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সুরক্ষিত বলে দাবি আরবিআইয়ের। অ্যান্ড্রয়েড ও আই ফোনে সাপোর্ট করবে এই ওয়ালেট। টাকা লেনদেনে কোনও আলাদা চার্জও কাটবে না। দেশের একাধিক শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কই এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। কিউআর কোড স্ক্যান করেও ব্যবহার করা যাবে এই 'ই রুপি'। গুগল বা অ্যাপলের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করলেই লেনদেন শুরু করা যাবে।

চোকসির বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, তা বেলজিয়ামেও শাস্তিযোগ্য', আদালতের মন্তব্যে অস্বস্তিতে ব্যবসায়ী

২২ অক্টোবর ঃ অস্বস্তি আরও বাড়ল পিএনবি-র ঋণখেলাপি, পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির। বেলজিয়ামের আদালত জানিয়ে দিল যে অপরাধের অভিযোগ ওঁর বিরুদ্ধে রয়েছে, সেগুলি প্রমাণিত হলে বেলজিয়ামের আইন মোতাবেকও তিনি শাস্তিযোগ্য। কয়েকদিন আগেই সেদেশের আদালত জানিয়ে দিয়েছিল চোকসিকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণে কোনও বাধা নেই।

আদালতের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, '২০১৬ সালের শেষ থেকে ২০১৯ সালের শুরুর দিকে ভারতে এই অভিযোগগুলি সংঘটিত হয়েছে। বেলজিয়ামে এই অপরাধগুলির জন্য এক বছরের বেশি কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে, যেমনটি বেলজিয়ামের ফৌজদারি আইনের বেশ কয়েকটি ধারায়.উল্লেখ করা হয়েছে।' তবে, সমস্ত অভিযোগ স্বীকৃত নয় বলেই জানিয়েছে আদালত।প্রসঙ্গত, গুজরাটের এই হিরে ব্যবসায়ী ২০১৮ সালে দেশ ছেড়ে পালান। সেই সময় দেশ ছাড়েন আরেক ঋণখেলাপী তাঁরই ভাইপো নীরব মোদীও। পরে জানা যায়, চোক্সি আস্তানা গেড়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জে। রয়েছেন অ্যান্টিগা ও বারমুডায়। জানা যায়, অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব নিয়ে সেই দ্বীপেই নাকি আস্তানা গেড়েছেন মেহুল চোকসি। সেখানে বারবার চোকসি জানান, তিনি আর ভারতীয় নন, অ্যান্টিগার নাগরিক। কিন্তু এদেশের নাগরিকত্ব ছাড়েননি। ফলে নিয়ম মেনেই বিদেশ থেকে তাঁকে প্রত্যর্পণে পদক্ষেপ করে নয়াদিল্লি। ২০২৪ সালে সিবিআই জানতে পারে, চোকসি বেলজিয়ামে গা ঢাকা দিয়েছেন। তখনই বেলজিয়াম সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের আর্জি জানানো হয়। সেখানকার আদালতের নির্দেশে এপ্রিল মাসে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার হন প্রতারক হিরে ব্যবসায়ী। সেই থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন। আর এবার বেলজিয়ামের আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের তরফে আসা প্রত্যর্পণের আর্জি বৈধ। চোকসিকে তুলে দিতে হবে ভারতের হাতে। তবে বেলজিয়ামের আইন অনুযায়ী, আইনি সহায়তা পাবেন তিনি।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়কালী আরাধনায় মাতলেন বাঙালি ডাক্তার দম্পতি!

২২ ঠিকানা যেখানেই হোক না কেন, পুজো মানে এক আলাদা আবেগ, আলাদা অনুভূতি! পুজো উৎসবের, পুজো আনন্দের, পুজো ভক্তির। তাই বিদেশের মাটিতেও সব নিয়ম মেনে নিষ্ঠাভরে কালীপুজো করেন অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি চিকিৎসক দম্পতি। ইচ্ছেটা নতুন নয়। নিজেদের একটা ঠিকানা হওয়ার পর থেকেই কালীপুজো করার মনস্কামনা তীব্র হয়ে ওঠে। আর সেইমতো মেলবোর্নের শহরতলি ওয়ালার্টের অন্তর্গত ইয়ারোই ক্রেসেনেন্ট এই পুজো শুরু করেন তাঁরা। আর এই পুজো নিয়ে স্বস্তিকা গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ড. প্রসেনজি সেনগুপ্ত এবং ড. লাবণ্য সেনগুপ্তের বাড়ির কালীপুজোয় আয়োজন ছিল চমকার। বিদেশের মাটিতে বসেই একেবারে সনাতন রীতি মেনেই কালীপুজোর আয়োজন করেছিল ওই বাঙালি দম্পতি। স্বস্তিকার কথায়, এই ডক্টর দম্পতি দু'জনে বরাবরই মা কালীর ভক্ত। ২০ বছর আগে যখন তাঁরা হোস্টেল থাকতেন সেই সময় থেকেই নির্জলা উপবাস করতেন। স্বস্তিকা জানাচ্ছেন, ওঁরা সব সময়ই ভাবতেন যখন নতুন বাড়ি হবে, তখন কালীপুজো শুরু করবেন। সেই মতো ছ'বছর আগে যখন তাঁদের নতুন ঠিকানা হয়, এই এলাকা, এরপরই কালীপুজো শুরু করেন। স্বস্তিকা বলছেন, ডক্টর দম্পতির বাড়িটি গোকুলধাম নামেই পরিচিত। সনাতনী রীতি মেনেই তাঁরা করে থাকেন পুজো। যেখানে থাকে শুধুই ভক্তি আর ভাব। কলকাতার পুজোর থেকে যা কোনও অংশে কম নয়। হোক না বিদেশ বিভুঁই, দেশের মাটির স্বাদগন্ধ যতই থাক অধরা, কালীপুজোয় এই বঙ্গভূমির আবেগকে হৃদয়ে ধরে রাখেন ওই দম্পতি। যার প্রতিফলন সর্বাঙ্গীন ভক্তিভাবে টইটম্বুর পুজো আয়োজন। দেবী দুর্গার বিদায়ে ভুবনে বিষাদের সুর। মা কালীর আরাধনার আনন্দে মন ভরে উঠেছে। আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে বাংলা-সহ গোটা দেশ। আর সেই আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশের মাটিতেও।

উৎসবের আলোয় বাড়িতে পোকার উপদ্রব, জেনে নিন মুক্তির উপায়

দীপাবলি মানে আলোর উৎসব। বাড়ি থেকে রাস্তা - সর্বত্র হরেকরকম আলোর মেলা। কেউ বাড়িতে জ্বালিয়েছেন হালফিলের রকমারি বাল্ব তো কারোর বাড়িতে টুনি আলো। আর তার আকর্ষণে বাড়িতে পোকার ভিড়। গৃহস্থের যাচ্ছে তাই দশা! পোকা তাড়াতে সবসময় বাড়িতে রাসায়নিক ব্যবহার সম্ভব নয়। পরিবর্তে পোকা তাড়াতে ঘরোয়া পন্থার সাহায্য নিতে পারেন। তাতেই

মিলবে রেহাই।

সাধারণত সাদা, উজ্জ্বল আলোর প্রতি পোকারা বেশি আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ, তারা এই ধরনের আলোকে প্রাকৃতিক আলো ভেবে ভুল করে। তাই বাড়িতে কালীপুজোয় এই ধরনের আলো লাগানো বন্ধ করুন। পরিবর্তে রঙিন আলো ব্যবহার করতে পারেন। মৃদু হলদেটে আলো ব্যবহার করলেও পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে পারেন।

ত্তত্বজ্বর্জ্ট-গ্লঙ্গঞ্জঞ্ত পিপারমিন্ট, ল্যাভেন্ডার, ইউক্যালিপটাস অয়েলের মিশ্রণ বাড়ির জানলা, দরজা-সহ নানা জায়গায় স্প্রে করে রাখুন। ওই গন্ধে পোকার উপদ্রব কমবে। এছাড়া ওই তেলে ভেজানো তুলো বাড়ির কোণায় কোণায় ফেলে রাখতে পারেন। তাতেও সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

বাড়ির ভিতরে কিংবা বাইরে আলো কোথায় লাগাবেন, সঠিক জায়গা নির্বাচনেও পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে পারেন। বাইরে কোনও অনুষ্ঠান হলে একেবারে কোণের দিকে আলো লাগান। বাড়ির ভিতর অনুষ্ঠান হলে ঠাকুরের সিংহাসনের কাছে আলোর বন্দোবস্ত করুন।

ব্যালকনি বা ছাদে অনেক গাছ রাখা আছে? পোকার উপদ্রব থেকে বাঁচতে বাড়ির আশেপাশে থাকা গাছের পরিচর্যা প্রয়োজন। ছোট করে কেটে দিন। যাতে পাতার ভিড়ে পোকার সমস্যা না হয়। অপ্রয়োজনীয় আলো বাড়ির আশেপাশে লাগাবেন না। বরং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নিন। নইলে অযথা অতিরিক্ত আলোয় বিদ্যুৎ খরচের পাশাপাশি পোকার উপদ্রবও বাড়বে। তাই দীপাবলির সন্ধ্যা থেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন আর পোকার হাত থেকে রেহাই পান।

মোজাম্বিকে নৌকাডুবি! মৃত্যু ৩ ভারতীয়র, নিখোঁজ বহু

২২ অক্টোবর ঃ পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিকে নৌকাডুবি! ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক। পাশাপাশি, ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ আরও পাঁচ জন। তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মোজাম্বিকের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে বেইরা বঃদরের কাছে আচমকা যাত্রীসমেত নৌকাটি উলটে যায়। ভিতরে মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যেকেই ওই নৌকার ' ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বাকি পাঁচ জনের এখনও কোনও হদিস মেলেনি। তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। বাকিদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে ওই নৌকায় ১৪ জন ভারতীয় ' ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি, কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, সেটাও এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে মোজাম্বিকের ভারতীয় দূতাবাস। তারা জানিয়েছে, বেইরা বঃদরের কাছে নৌকাডুবির ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন জন ভারতীয়। এই ঘটনায় আমরা গভীর শোকাহত। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। মৃত ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি।

ভাইফোঁটায় দিতে পারেন উপহারগুলি, কেনাকাটা করে ফেলুন এখনই

২২ অক্টোবর ঃ হাতে আর দিন নেই। আজই ভাইফোঁটা। স্বাভাবিকভাবেই ভাই বা দাদাকে কী গিফট দেবেন, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন দিদি বা বোনেরা। এদিকে বাজেটেরও একটা বিষয় থেকেই যায়। আপনার ভাই বা দাদা কি গেজেটপ্রেমী? তাহলে আপনার জন্য রইল দারুণ দারুণ গিফটের আইডিয়া।আপনার ভাই বা দাদা কি গেজেটপ্রেমী? আপনার বাজেট সর্বোচ্চ পাঁচহাজার টাকা? তাহলে কিনে ফেলতে পারেন স্মার্টওয়াচ, ব্লুটুথ স্পিকার, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, স্মার্ট ট্র্যাকার, গেমিংয়ের গেজেটও। এই বাজেটে দিতে পারেন গার্মেন্ট স্টিমারও। যদি বাজেট বেশ হয় সেক্ষেত্রে উপহার হতে পারে সদ্য বাজারে আসা মোবাইলও। উসবের মরশুমে ই কর্মাস সংস্থাগুলি নানারকম অফার দিচ্ছে। একাধিক কার্ডেও রয়েছে অফার। ফলে পেয়ে যাবেন অতিরিক্ত ছাড়ও। তাই আর দেরি না করে কেনাকাটা করে ফেলুন এখনই।

সময় নষ্ট করতে চাই না', পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা নস্যা ট্রাম্পের

২২ একাধিক দেশের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর দাবি তিনি করেছেন। কিন্তু ইউক্রেন ও রাশিয়ার চলতে থাকা যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শোনা যাচ্ছিল, শীঘ্রই হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে চলেছে তাঁর। এবার নিজেই সেই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক। জানালেন, তিনি সময় নষ্ট করতে চান না! বুদাপেস্টের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি একটা অর্থহীন বৈঠক করতে চাই না। নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না। দেখা যাক কী হয়। মাত্র কয়েকদিন আগেও ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছিল, শিগগিরি তিনি রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন যুদ্ধ থামানো নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু এবার কার্যতই হতাশার সুরে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।বুদাপেস্টে পুতিনের আগমন নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছিল আগেই। কেউ বলছেন, পুরোটাই ট্রাম্পের ষ।যন্ত্র। উনিই পুতিনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিয়ে এসে আইসিসিকে পদক্ষেপ করতে বাধ্য করছে। যদি হাঙ্গেরি পুতিনকে গ্রেপ্তারে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাকি দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠবে। সোশাল মিডিয়াতেও শুরু হয়েছে চর্চা। কেউ বলছেন, এটা শান্তির রাজনীতি নয়, পুতিনকে ফাঁসানোর জাল। কিন্তু এবার ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, তাঁর পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের কোনও ইচ্ছা নেই।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, উৎসবের মরশুমে বর্ধিত ভিড় সামাল দেওয়ার প্রস্তুতির পর্যালোচনা।

মাদক পাচারকারী ডুবজাহাজে বিমানহানা আমেরিকার

২২ অক্টোবর ঃ আমেরিকার উপকূলে ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি মাদক চোরাচালানকারী ডুবজাহাজ ধ্বংস করেছে আমেরিকা। এই ঘটনায় পাক।ও দুই চোরাচালানকারীকে তাঁদের দেশে ফেরাচ্ছে মার্কিন প্রশাসন। বাকি দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প সরকার। নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ' গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি আমেরিকার দিকে আসা একটি মাদকপাচারকারী ডুবোজাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে।' তিনি নিজের পোস্টে লিখেছেন, ' ঘটনায় দু'জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। অন্য দু'জনকে তাদের দেশ ইকুয়েডর এবং কলম্বিয়ায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে।' ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই ডুবোজাহাজে নিষিদ্ধ ফেন্টানিল-সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুথ সোশালে দাবি করেছেন, ' পাচারের পরিচিত পথেই এই মাদকবাহী জাহাজ আসছিল মার্কিন মুলুকে। মার্কিন গোয়েন্দারা নিশ্চিত করেছেন এখানে ফেন্টানিল-সহ অন্যান্য মাদক ছিল।' তিনি দাবি করেছেন, ' ডুবজাহাজ আমেরিকায় পৌঁছালে অন্তত ২৫ হাজার নাগরিকের মৃত্যু হতে পারত।' এই আক্রমণে কোনও মার্কিন সেনার হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিজেই। যদিও এই ডুবোজাহাজ কোন দেশ থেকে আসছিল তা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে এই ডুবোজাহাজে আক্রমণের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে এক্স হ্যান্ডেলে। সেখানে দেখা গিয়েছে কীভাবে এই আক্রমণ করা হয়েছে। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো ওই দুষ্কৃতির দেশে ফেরার কথা নিশ্চিত করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ' খুশি যে ও বেঁচে আছে। দেশের আইন মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে ক্যারিবিয়ান সাগরে অন্তত ছ'টি মাদকবাহী জলযানে মার্কিন বিমান হামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই স্পিডবোট বলে জানানো হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি এগুলি ভেনেজুয়েলা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে ভিড় ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় রেলওয়ে, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ২১ অক্টোবর, আজ সন্ধ্যায় নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের একটি আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রী ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিদর্শন করেছেন, যা পুরো স্টেশন পর্যবেক্ষণ করে। তিনি ১২১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তিনি ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার ক্লাস যাত্রীদের সাথেও কথা বলেছেন তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে এবং প্রতিক্রিয়া. সংগ্রহ করতে। এর পরে, তিনি যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন, যেখানে তিনি রেলওয়ে কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেছেন। গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে.শ্রী বৈষ্ণব বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করেছে যাতে যাত্রীরা তীব্র ভিড়ের মধ্যেও কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন। ১২ লক্ষ রেল কর্মী দিনরাত যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।পরিদর্শনকালে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও শ্রী সতীশ কুমার, উত্তর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অশোক কুমার ভার্মা এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধ হল গঙ্গোত্রী মন্দির

গঙ্গোত্রী, ২২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শীতের মরসুমের জন্য উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী মন্দিরটি বুধবার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সকাল ১১টা ৩৬ মিনিটে অন্নকূট উৎসবের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। এই উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সজ্জিত করা হয়। মন্দির সূত্রে খবর, এই বছর এখনও পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৫৭ হাজারেরও বেশি ভক্ত গঙ্গোত্রী মন্দির পরিদর্শন করেছেন। অন্নকূট এবং গোবর্ধন পুজোর শুভ মুহূর্তে বুধবার সকাল ১১টা ৩৬ মিনিটে গঙ্গোত্রী মন্দিরের দরজা শীতকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

Name Change
I, SUBHAS CHANDRA SARKAR (Old Name) S/o- SRISHTIDHAR SARKAR Residing at, Vill- Kagajipara, Post-Tarakganj, Ps - Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBHAS CHANDRA SARKAR To SUBHASH SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBHASH SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, SUBHASH SARKAR and SUBHAS CHANDRA SARKAR both are Same and one identical person.

আমি, **তরুন কুমার রাম** (পুরাতন নাম), পিতা- কেদার রাম, নিবাস-গ্রাম-বুড়াশান্তি পূর্বপাড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৪০৯, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং চন্দননগরের মহামান্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হলফনামা নং. ২৯২, তারিখ ০৯.০৭.২০০৯ দ্বারা এখন থেকে **তরুন রাম** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইলাম। তরুন কুমার রাম (পুরাতন নাম) এবং তরুন রাম (নতুন নাম) উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, MOHAMMED KALIMUDDIN (Old Name) S/O Late MOHD BAQUAR ALI Residing at 3/H/9, Anjuman Road, P.O.-Entally, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD KALIMUDDIN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. MOHAMMED KALIMUDDIN (Old Name) and MD KALIMUDDIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SHAH MD TOHA MONDAL (Old Name) S/O JAHANGIR SHAH Residing at Vill-Makhalgachha, P.O.-Makhalgachha, P.S.-Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743422 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABU TOHA SHAH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. SHAH MD TOHA MONDAL (Old Name) and ABU TOHA SHAH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JAHANGIR MONDAL (Old Name) S/O ABUBAKAR SHAH Residing at Vill-Makhalgachha, P.O.-Makhalgachha, P.S.- Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743422 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAHANGIR SHAH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. JAHANGIR MONDAL (Old Name) and JAHANGIR SHAH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SALMA BIBI (Old Name) D/O KARIM MOLLICK Residing at Vill-Dakshin Bhebia, P.O.-Dakshin Bhebia, P.S.-Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743456 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SALMA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. SALMA BIBI (Old Name) and SALMA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ANOWARA BIBI (Old Name) D/O JIYAT ALI MOLLA Residing at Vill-Kantadanga, P.O.-Shonepur, P.S.-Kashipur, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANOWARA SHAH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. ANOWARA BIBI (Old Name) and ANOWARA SHAH (New Name) both are same and identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change
I, CHHANDA MONDAL (OLD NAME) W/O TARUN KANTI MONDAL , RESIDING AT, KALIBAZAR WEST LANE, P. S - BARDDHAMAN,DIST - PURBA BARDDHAMAN, PIN - 713101 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHU CHHANDA MONDAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 22/10/2025 , MADHU CHHANDA MONDAL (NEW NAME) AND CHHANDA MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, IMTIAZ AHMED (Old Name) S/O MOHAMMAD MOINUDDIN Residing at 11/D, Tiljala Shibtala Lane, P.S.-Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as IMTIYAZ AHMED (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. IMTIAZ AHMED (Old Name) and IMTIYAZ AHMED (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JYOSTNA MONDAL ADHIKARY (OLD NAME) D/O LATE DULAL CHANDRA MONDAL , RESIDING AT, RAJPUR SONARPUR (M) , P. S - SONARPUR, S. 24.PGS. - 700146, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JYOSTNA MONDAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 22/10/2025 , JYOSTNA MONDAL (NEW NAME) AND JYOSTNA MONDAL ADHIKARY (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, Saha Jamal (Old Name) S/O– Moslim Seikh resident of Salu Paschimpara Salar Murshidabad West Bengal, Pin- 742401 do hereby decrale that I have changed my name from Saha Jamal to Saha Jamal Sk and hencefort I shall be known as Saha Jamal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Saha Jamal Sk & Saha Jamal both are same and one identical person.

Name Change
I, Moslim Sekh (Old Name) S/O– Ekram Sk resident of Salu Paschimpara Salar Murshidabad West Bengal, Pin- 742401 do hereby decrale that I have changed my name from Moslim Sekh to Moslim Seikh and hencefort I shall be known as Moslim Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Moslim Seikh & Moslim Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Alam Sk Mohammed (Old Name) S/O– Nur Mohammad Sk resident of Vill - Sardanga ,Po- Sardanga , Ps- Nabadwip , Dist- Nadia , West Bengal, Pin- 741125 do hereby decrale that I have changed my name from Alam Sk Mohammed to Md Alam Sekh and hencefort I shall be known as Md Alam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Md Alam Sekh & Alam Sk Mohammed both are same and one identical person.

Name Change
I, Agnes Rumi Shedrick (Old Name) W/o Shirshendu Sarkar Residing at 001, Chotodewri Para, P.o+P.s - Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 713409, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Agnes Shedrick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. Agnes Rumi Shedrick (Old Name) and Agnes Shedrick (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ali Bux (Old Name) S/o Elahi Residing at Jan Masjid, P.o - Mallickpur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ali Bux (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. Md Ali Bux (Old Name) and Ali Bux (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Farhat Jahan (Old Name) W/o Md Shahnawaz Islam Residing at 85/X/2, Topsia Road, P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Farhat Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. Farhat Jahan (Old Name) and Farhat Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sekh Abdul Khalek (old name) son of Sk Mobarak Ali, residing at Vill: Padumpur, P.O – Simulia, P.S – Tamluk, Dist: East Medinipur, Pin: 721649, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Khalek (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/10/2025. Sekh Abdul Khalek and Sk Abdul Khalek both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSHMITA ANIMESH MEDDA W/o Sri Animesh Medda residing at 18, Shreenath Society, Street Near Rajeshuari Chandola Road, P.O. Isanpur, Sub-District(Outside West Bengal) Dist-Ahmadabad, Gujarat-382443, India do hereby declare my actual name SUSHMITA ANIMESH MEDDA instead of SUSHMITA MEDDA which is wrongly recorded in my daughter ADRITA MEDDA's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Howrah on dated 15/10/2025. SUSHMITA ANIMESH MEDDA and SUSHMITA MEDDA both are same and one identical person.

নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ ও মায়াপুর ইসকনে পালিত হল অন্নকূট উৎসব

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ২২ অক্টোবর ঃ বুধবার নদীয়ার নবদ্বীপের অন্যতম শ্রী শ্রী ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দির সহ একাধিক মঠ ও মন্দির ও মায়াপুর ইসকন মন্দিরে মহা সমারোহে পালিত হল গিরি গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে অন্নকূট উৎসব। মূলতঃ এই উৎসবে বৃন্দাবনের গিরি গোবর্ধন পাহাড়কে স্মরণ করা হয়। সেই কারণেই অন্ন আর বিভিন্ন পদের ভাজা এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ও সুখাদ্য দিয়ে তৈরি করা হয় গিরি গোবর্ধন পাহাড়। শ্রী শ্রী ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির, একলা নিতাই মন্দির, শ্রী শ্রী বলদেব জিউ মন্দির, সমাজ বাড়ি , শ্রী শ্রী রাধারমন বাগ, জন্মস্থান মন্দির, রাধা মদনমোহন মন্দির সহ একাধিক মঠ ও মন্দিরে মহা সমারহে পালিত হল গিরি গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে অন্নকূট উৎসব। আন্তর্জাতিক বলদেব সংঘ তথা নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাসচিব কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, বৃন্দাবনের অনুকরণে এইসব পালন করা হয়। এদিন শ্রী শ্রী বড়দের জিউ মন্দিরের নাঠ মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ভোগ দিয়ে গিরিরাজ পর্বতের প্রতিরূপ তৈরি করা হয়। রকমারি শাক, বিভিন্ন ভাজা আর নানা পদের ব্যঞ্জন দিয়ে গিরিরাজের চোখ মুখ ও নাক আঁকা হয়। ৩৬ রকমের ব্যঞ্জন ও বিভিন্ন রকমের ভাজা, রকমারি মিষ্টি, বাড়ির মায়েদের হাতে তৈরি সিঙ্গারা, কচুরি, পরিবন্ধ থেকে পিঠে পুলি সাজিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদায় ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরেও পালিত হয় অন্নকুট উৎসব। পাশাপাশি মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পালিত হয় গিরি গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে অন্নকূট উৎসব। সকালে মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে সূচনা হয় মায়াপুর ইসকন মন্দির গিরি গোবর্ধন পুজো।

গিরি গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে অন্নকুট উৎসবে ভোগের পাহাড় দেখা যায় মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও মায়াপুর ইসকন মন্দিরে অন্নকুট উৎসব উপলক্ষ্যে বিগ্রহের সামনে প্রচুর পরিমানে ভোগ সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়, যা রীতিমতো পাহাড়স্বরূপ। গিরি গোবর্ধন পুজো বা অন্নকুট উৎসব উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত বুধবার সকাল থেকেই সমবেত হতে শুরু করেন মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে। অন্নকূট বা গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন ভাষায় গিরি গোবর্ধনের ওপর ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে । এমনটাই জানান, মায়াপুর ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস। অন্নকুট উপলক্ষ্যে গিরিরাজ ভগবান গোবর্ধনকে এদিন বিভিন্ন ধরনের পদে সুসজ্জিতভাবে ভোগ নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয় গিরিরাজের প্রতীক। প্রতীক নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে পরিক্রমা করবেন দেশ-বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ। মায়াপুর ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস আরও জানান, ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে বুধবার গিরি গোবর্ধন পুজো অনুষ্ঠিত হল । সকালে মঙ্গলারতি দিয়ে শুরু করে সন্ধ্যায় দ্বীপ দান অনুষ্ঠান। এছাড়াও গিরিরাজের প্রতীক নির্মাণ করা হয়েছে। সেটি প্রদক্ষিণ করা হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মায়াপুর ইসকন মন্দিরে ছিল ভক্তদের ঢল। অগুণতিক মানুষ দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসেন এই গিরি গোবর্ধন পুজোয় অংশগ্রহণ করতে। এছাড়াও এই গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। যা দেখতে ভিড় জমান ভক্তরা। গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে ভক্ত সমাগমের কথা মাথায় রেখেই এদিন কয়েক হাজার মানুষকে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় মায়াপুর ইসকনের তরফ থেকে।

বনদফতরের নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর ঃ ধানের মাঠে আবার হাতির হানার আশঙ্কা। সচেতনতায় এবার জলপাইগুড়ি বন দফতরের নতুন উদ্যোগ। ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে আবারও বাড়ছে মানুষ-হাতি সংঘাতের আশঙ্কা। ধান কাটার মরসুমে প্রতিবারই ফসল রক্ষায় গিয়ে বহু কৃষক প্রাণ হারান। সেই দুঃখজনক পুনরাবৃত্তি রুখতে জলপাইগুড়ি গরুমারা ডিভিশনের বন দফতর এবার নতুন উদ্যোগে নামছে। গ্রামে-গঞ্জে মাইকিং করে কৃষকদের সতর্ক করা হচ্ছে, হাতি দেখলে তাড়াতে যাবেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরকে খবর দিন। বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেবেন। এতে যেমন প্রাণহানি কমবে, তেমনই ফসলের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে বন দফতর। বন বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেসব কৃষকের জমিতে হাতির পাল ঢুকে ফসল নষ্ট করেছে, তাঁদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছে দফতর। গরুমারা ডিভিশনের অতিরিক্ত বনাধিকারী রাজীব দেব বলেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রোধে সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। হাতি তাড়াতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না। দূর থেকে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দিন, আমরাই ব্যবস্থা নেব। একই সঙ্গে পাচার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছে বন দফতর। পুজোর মরসুমে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কিছু অসাধু পাচারকারী সক্রিয় থাকে বলে জানা গেছে। সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপ চোখে পড়লে স্থানীয়দের বন দফতরকে জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রশাসনের আশা, বনবস্তি এলাকার মানুষ এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান আরও দৃঢ় হবে। ধানের মাঠে এবার হয়তো বন্ধ হবে ফসল বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারানোর মর্মান্তিক দৃশ্য।

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2025- 26 from the bonafied contractors for listed work under APAS Fund in respect of **NIT no- 294/SUSU/2025, 295/SUSU/ 2025, 296/SUSU/2025, 297/ SUSU/2025**, Dated-**16.10.2025.** Last date of paper submission on **14/1/258 15/11/25** for detail information contact to the undersigned.

Sd/-
Prodhan
Susunia Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/২৫_২০২৫/কে/৮১২:, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫:, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **টেন্ডার নং. : ২৫_২০২৫; কাজের নাম ঃ** কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের ক্রীড়া কার্যক্রমে সহায়তা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮৫,০২,৩৩৪.০৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪২,৬০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১০-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
October 25, 2025	7:00 P.M.	The Park Hotel, 17 Park Street, Tara Tala, Kolkata, West Bengal - 700 016.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625**)**
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

দুর্গাপুরে ত্রিনাথ আশ্রমের শ্রীমহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজির আবির্ভাব তিথিতে হবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সাধু এবং ভক্তদের সম্মেলন

পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ২২ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুরজুনা আখড়ার রাষ্ট্রীয় সচিব এবং দুর্গাপুর ত্রিনাথ আশ্রমের প্রধান শ্রীমহন্ত স্বামী রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে দেশের নানা প্রান্ত থেকে সাধুসন্ত সমাগম এবং ভক্ত সমাগম হবে বলে জানা গেছে। শ্রীম রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হবে ধর্মীয় সেমিনার, উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান এবং নানা উৎসব। আগামী ২৪ অক্টোবর শুক্রবার এই মহোৎসবের সূচনা হবে দুর্গাপুরের এমএএমসি হেভি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ত্রিনাথ আশ্রমে। প্রাক্তন শ্রীমন্ত সদানন্দ গিরিজি মহারাজের নির্দেশে এই আখাড়া বিভিন্ন শাখা দেশজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নৈহাটি, জনাই, আসাম এবং ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গায় আজ থেকে বহু বছর আগে সদানন্দ গিরিজি মহারাজ এই আশ্রমগুলোর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী মজুমদার জানিয়েছেন সদানন্দ গিরিজি মহারাজের সাধনা এবং ভক্তি মার্গের যোগ্য উত্তরসূরী স্বামী রঞ্জিতানন্দ গিরি মহারাজ। তিনি বলেছেন ৭০০ জন বিশিষ্ট ভিআইপি তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। দুর্গাপুর শাখার আয়োজনে আসন্ন উৎসবে রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের পাশাপাশি অন্যান্য মঠ ও আশ্রমের সাধু-সন্তরা উপস্থিত থাকবেন। এই আশ্রমে আধ্যাত্মিক আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন জুনা আখড়ার মহামন্ডলেশ্বর স্বামী শুদ্ধগুনাত্মনন্দজি মহারাজ। ধর্মীয় সম্মেলনে অংশ নিতে আসবেন হরিদ্বারের শ্রী পঞ্চায়েতি আখড়া মহানির্বাণির মহামন্ডলেশ্বর এবং ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ির প্রধান মহন্ত স্বামী পরমাত্মানন্দ ভৈরব মহারাজ, জানিয়েছেন শ্রী নারায়ণ মজুমদার। আশ্রম সূত্রে আরো জানা গেছে, অনুষ্ঠানে ভক্তদের জন্য থাকবে গীতা পাঠ, নামসংকীর্তন, আরতি, ধর্মীয় আলোচনা ও গুরুপূজার বিশেষ ব্যবস্থা। দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে সন্ন্যাসী ও দেশ বিদেশ থেকে আগত ভক্ত সম্মেলন। 'সত্যধর্ম ও সমাজসেবা' বিষয়ে শ্রীমহন্ত গিরিজি মহারাজ বক্তব্য রাখবেন বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে। সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশনা। রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ নিয়ে দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। স্থানীয় আখাড়ার সদস্যরা জানিয়েছেন, গুরুজির আগমনে দুর্গাপুর আজ আধ্যাত্মিক আবহে ভরপুর। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সত্য ও সেবার পথ চিনতে পারবে। গিরিজি মহারাজ বর্তমানে ' আখাড়া'র রাষ্ট্রীয় সচিবের দায়িত্বে আছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য- গুরুশিষ্য পরম্পরা বজায় রেখে সমাজে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, মানবিকতা ও সেবার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আয়োজক কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে, এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়। গুরুজির আশীর্বাদই আমাদের প্রেরণা।

গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কালীপুজোয় জনসংযোগ বাড়ানোর আহ্বান পুলিশ সুপারের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ অক্টোবর ঃ গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কালীপুজোকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা দিলেন পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার সায়ক দাস। আউশগ্রাম থানায় আয়োজিত গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কালীপুজো উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, উৎসবের সময় শুধু নয়, সারা বছরই পুলিশ মানুষের পাশে থাকে। তাই সাধারণ মানুষও যেন পুলিশকে বন্ধু হিসেবে দেখেন এবং কোনো সমস্যায় নির্দ্বিধায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিন আউশগ্রাম থানায় পুলিশ সুপার অংশ নেন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। সেখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক হোমগার্ডের হাতে বিশেষ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় পুলিশ সুপার ঘুরে দেখেন থানার উদ্যোগে আয়োজিত একটি চিত্র প্রদর্শনী। থানার আধিকারিক ও গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, প্রতিটি থানাতেই গ্রাম রক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়, তবে আউশগ্রামের আয়োজন বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএসপি সুব্রত মণ্ডল এবং থানার আধিকারিক শান্তনু অধিকারী। ওসি শান্তনু অধিকারী জানান, সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে একটি ট্রাইসাইকেল এবং এক হাজারেরও বেশি অসহায় মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সুপার সায়ক দাস পরে যান গুসকরা ফাঁড়ির এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেখানে মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাজানোর প্রদর্শনী সকলের মন জয় করে নেয়। পুলিশ সুপারের উদ্যোগ ও বক্তব্যে এদিন উৎসবের আনন্দের মধ্যেও ফুটে উঠল জনসেবার অঙ্গীকার।

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 16, 2025 (the "**Letter of Offer**" or "**LOF**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and the Stock Exchange, namely BSE Limited ("**BSE**" or "**Stock Exchange**").

Please scan this QR code to view the Letter of Offer

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Our Company was originally incorporated as ***"Mehai Technology Private Limited"*** as a company limited by shares under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated December 13, 2013 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands. Further, our company was converted into a public limited company. Subsequently, the name of our Company was changed to ***"Mehai Technology Limited"*** and a fresh certificate of incorporation consequent on conversion dated June 29, 2017 under the Companies Act, 2013 was issued by the Registrar of Companies, Chennai. For details on change in the address of the registered office of our Company, see ***"General Information"*** beginning on page 39 of the Letter of Offer.

Registered office: Plot No. H-394 RIICO, Sarna Dungar Amber, Industrial Area Jhotwara, Jaipur, Rajasthan, India, 302012;
Corporate office: 144, Dakshindari Road, Sreebhumi, North 24 Parganas, Patipukur, Kolkata-700048, West Bengal, India;
Contact Person: Mr. Abhijeet Prasad, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No:** +91 70446 14887;
E-Mail ID: cs@mehai.co.in; **Website:** www.mehaitech.co.in; **Corporate Identity Number:** L35105RJ2013PLC066946

PROMOTER OF OUR COMPANY: DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED

ISSUE OF UP TO 37,05,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1/- (RUPEE ONE ONLY) ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF ₹2/- (RUPEES TWO ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 7,410.60 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025 ("THE ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its Equity Shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on **Friday, September 26, 2025** and closed on **Friday, October 17, 2025**. Out of the total 4,330 Applications for 52,07,17,685 Right Equity Shares, through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**"), 1,130 Applications for 1,53,33,472 Right Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. Furthermore, there were 101 cases where applicants have renounced part of their rights entitlements but applied for 4,81,26,222 additional rights equity shares. In accordance with LOF, additional shares applied by these applicants were not considered for allotment. The total number of valid Applications received were 3,200 for 45,72,57,991 Rights Equity Shares, which was 123.40% of the Issue Size. In accordance with the LOF, the Basis of Allotment was finalized on Monday, October 20, 2025 by the Company, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE. The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, passed the resolution on Monday, October 20, 2025, took on record the Basis of Allotment and approved the allotment of 37,05,30,000 Rights Equity Shares to successful applicants. In the Issue, none of the Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after rejections of bids received from Non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for allotment.

1. Information regarding total Applications received:

Category	Applications received		Rights Equity Shares applied for			Rights Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	2,837	65.52%	41,63,86,725	83,27,73,450.00	79.96%	36,15,94,971	72,31,89,942.00	97.59%
Renouncees*	1,493	34.48%	10,43,30,960	20,86,61,920.00	20.04%	89,35,029	1,78,70,058.00	2.41%
Total	**4,330**	**100.00%**	**52,07,17,685**	**1,04,14,35,370.00**	**100.00%**	**37,05,30,000**	**74,10,60,000.00**	**100.00%**

2. Summary of allotment in various categories are as under:

Applicants	Number of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,664	12,15,12,497	24,00,82,474	36,15,94,971
Renouncees*	536	89,35,029	0	89,35,029
Total	**3,200**	**13,04,47,526**	**24,00,82,474**	**37,05,30,000**

** The investors (identified based on DPID & Client ID) whose names did not appear on the list of Eligible Equity Shareholders as on the record date, who held the Rights Entitlements ("REs") as on the Issue Closing Date and have applied for the issue are considered as Renouncees.*

The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on October 20, 2025. The instructions for unblocking of funds of ASBA Applications were issued to SCSBs on October 20, 2025. The listing application has been submitted to BSE on October 20, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in the dematerialized form will be completed on or before October 23, 2025. For further details, see ***"Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts"*** on page 85 of the LOF. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchange under ISIN - INE062Y01020 upon receipt of trading permission. Pursuant to the listing and trading approval granted by Stock Exchange, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue is expected to commence trading on Stock Exchange on or about October 24, 2025. Further, in accordance with SEBI Master circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or before October 23, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the full text of the ***"Disclaimer Clause of the BSE"*** beginning on page 63 of the LOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE COMPANY	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
INTEGRATED		**Abhijeet Prasad,** **Company Secretary and Compliance Officer** 144, Dakshindari Road, Sreebhumi, North 24 Parganas, Patipukur, Kolkata-700048, West Bengal, India **Tel:** +91 70446 14887; **E-mail:** cs@mehai.co.in
INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, India **Telephone:** 080-23460815/816/817/818 **Email:** irg@integratedindia.in **Contact Person:** S Giridhar **Website:** www.integratedregistry.in **Investor Grievance Email:** irg@integratedindia.in **SEBI Registration Number:** INR000000544 **CIN:** U74900TN2015PTC101466	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 62638200 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance ID:** investor@bigshareonline.com **Website:** https://www.bigshareonline.com **Contact Person:** Suraj Gupta **SEBI Registration Number:** INR000001385 **CIN:** U99999MH1994PTC076534	Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see ***"Terms of the Issue"*** beginning on page 65 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For **Mehai Technology Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Abhijeet Prasad
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: October 20, 2025

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state Securities Laws. Accordingly, the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions.

সুপার কাপের আগে ফুরফুরে বাগান, কি কথা হল অস্কার-রবসনের?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কলকাতায় দু'দিনের অনুশীলনের পর বৃহস্পতিবার গোয়ার উদ্দেশে রওনা দেবে হোসে মোলিনার দল। শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জয়ের পর দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। ছুটি কাটিয়ে ফের ট্রেনিং শুরু হতেই অনুশীলনে দেখা মিলেছে ব্রাজিলিয়ান নতুন তারকা রবসন রবিনহোর। ম্যাচে ফিরে পাওয়া ছন্দ, কোচের আস্থা এবং প্রাক্তন গুরু অস্কার ব্রুজোর কথোপকথন। সব মিলিয়ে সুপার কাপের আগে চাঙ্গা মোহনবাগানের নতুন বিদেশি। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর ম্যাচে ফিরেছেন রবসন। ডুরান্ড কাপের পর খেলার সুযোগ না থাকায় ম্যাচ ফিটনেসের ঘাটতি ছিল তাঁর। তবে আইএফএ শিল্ডে টানা তিন ম্যাচ খেলে এখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী রবসন। ডার্বি ফাইনালে বদলি হিসেবে নামলেও তাঁর খেলা নজর কেড়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই সুপার কাপে পুরো ৯০ মিনিট খেলার জন্য তৈরি হচ্ছেন তিনি। বুধবার অনুশীলন শেষে রবসন বলেন, ''প্রায় পাঁচ মাস আমি কোনও ম্যাচ খেলিনি। এই তিনটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়ে এখন মনে হচ্ছে সুপার কাপে পুরো ফিট হয়ে নামতে পারব।'' ডার্বির পরে মোহনবাগান ড্রেসিংরুমে খুশির আবহ। তাঁর মুখেও সেই উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। তিনি যোগ করেন, ''এখানে এসে মনে হচ্ছে, আমি এক মরশুম ধরে খেলছি। সতীর্থরা অনেক সাহায্য করছে। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ অসাধারণ।'' তবে সবচেয়ে বড় চমক, ডার্বি জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর ফোন। বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে থাকার সময় অস্কারের প্রিয় ছাত্র ছিলেন রবসন। সেই সম্পর্ক এখনও অটুট। রবসন বলেন, ''ডার্বির পরে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার আমাকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই দারুণ। আমরা একে অপরকে সম্মান করি।'' সুপার কাপে ফের মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। রবসন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্রস্তুত সেই লড়াইয়ের জন্য। তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেন, ''সামনেই আরেকটি ডার্বি। চ্যালেঞ্জ কঠিন, কিন্তু আমরা জিততে চাই। সেই লক্ষ্যেই অনুশীলন করছি।'' তবে সুপার কাপে ৬ বিদেশির মধ্যে ৪ জনকে খেলানোর নিয়মে তৈরি হয়েছে বাড়তি প্রতিযোগিতা। তা নিয়েও খোলামেলা রবসন বলেন, ''আমি অ্যাটাকিং মিডফিল্ড ও লেফট উইং দু'টি পজিশনেই স্বচ্ছন্দ। প্রথম একাদশে জায়গা পেতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে, তবে সেটাই তো পেশাদার ফুটবলের সৌন্দর্য।'' ডুরান্ড কাপের হতাশা কিছুটা হলেও মুছে দিয়েছে শিল্ড জয়ের সাফল্য। বিশেষ করে ডার্বি জিতে ফাইনাল জেতার পর শিবিরে এখন অনেকটাই হালকা পরিবেশ। মনবীর সিংয়ের ফিটনেসও চিন্তা কমিয়েছে মোলিনার। এখন লক্ষ্য, সুপার কাপের আরেকটি ডার্বি জয়। কামিংস, পেত্রাতোসদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবসন যদি ফর্মে ফিরতে পারেন, তাহলে মোহনবাগান যে আইএসএলের আগে বড় বার্তা দিতে পারে, তা বলাই যায়।

নেটে 'অবসন্ন' রোহিত

'বিকল্পের' সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন গম্ভীরের!

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবরঃ এক সময় ভারতের ওয়ান ডে দলের নিরঙ্কুশ অধিনায়ক। আজ সেই রোহিত শর্মা নাকি দলের ভবিষ্য পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু থেকেও সরে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় ওয়ান ডে-র আগের দিন তাঁর আচরণ আর কোচ গৌতম গম্ভীরের পদক্ষেপ ঘিরে এখন সরগরম ক্রিকেটমহল। বুধবার ঐচ্ছিক নেট সেশনে প্রথমেই হাজির হন রোহিত। আগের মতোই মনোযোগ দিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন, থ্রোডাউন, কাট-পুল-ড্রাইভ-সবই করলেন নিয়ম মেনে। কিন্তু শেষদিকে দৃশ্যটা বদলে যায়। অনুশীলন শেষে সাধারণত যেভাবে মিডিয়া বা ভক্তদের সঙ্গে মিশে থাকেন, হাসি মুখে কথা বলেন-সেই চেনা রোহিত যেন নেই! মুখে কোনও হাসি নয়, চোখে ক্লান্তি আর ভঙ্গিমায় অবসন্নতা। রিপোর্ট বলছে, অনুশীলন শেষ করে একা একাই হেঁটে চলে যান তিনি টিম হোটেলের দিকে। ঠিক সেই সময়েই ঘটে অন্য দৃশ্য-গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর এবং নির্বাচক শিব সুন্দর দাস দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই আলাপ বেশ 'অ্যানিমেটেড' ছিল, অর্থাৎ আলোচনায় ছিল গুরুত্ব ও গভীরতা দু'টিই। যশস্বীকে নিয়ে গম্ভীরের এই

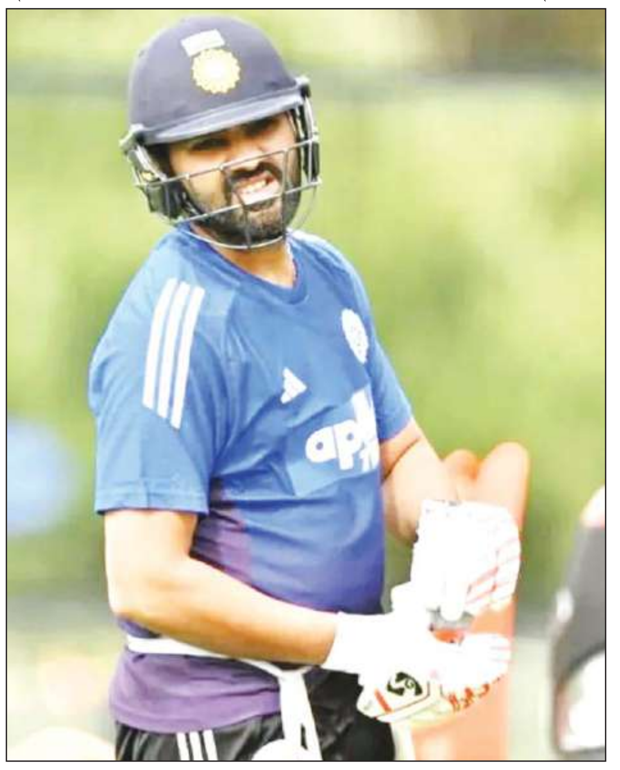

ঘনঘন আলোচনাই জল্পনা জোরদার করেছে-রোহিতের বিকল্প হিসেবে কি এখন থেকেই তৈরি হচ্ছেন জয়সওয়াল? বিশেষত, শুবমান গিলের হাতে ওয়ান ডে দলের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়ার পর থেকেই 'পোস্ট-রোহিত যুগ'-এর ইঙ্গিত মিলছে বলে মনে করছেন অনেকে। নির্বাচকরা ও টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি রোহিতকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনেক ভেবে চিন্তেই। রেভস্পোর্টজ-এর রিপোর্ট বলছে, রোহিতের এই পদত্যাগ আদতে 'স্বেচ্ছা' নয়, বরং একপ্রকার বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত। তিনি নাকি নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাচকদের রায় অন্য ছিল। এদিকে পার্থের প্রথম ওয়ান ডে-তে মাত্র ৮ রানে ফিরেছেন রোহিত। ব্যাটে ছন্দ নেই। ফিটনেসে বদল এলেও ফর্ম নেই-এটাই এখন প্রধান উদ্বেগ। ৩৮ বছর বয়সি এই ব্যাটার সাম্প্রতিক সময়ে নিজেকে ফিট রাখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন, যা সমর্থকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু ফিটনেসে নম্বর পেলে ম্যাচ জেতানো যায় না-এই কথাই এখন অনেকের ঠোঁটে। আরও তাৎপর্যের বিষয়-ঐচ্ছিক নেট সেশনে হাজির হননি দলের অন্য দুই প্রধান ব্যাটার বিরাট কোহলি ও শুবমান গিল। এই প্রেক্ষিতে রোহিতের একাকী অনুশীলন এবং গম্ভীর-যশস্বী-আগরকর বৈঠক-দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাচ্ছেন অনেকেই। তবে এখনই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। দ্বিতীয় ম্যাচেই হয়তো বোঝা যাবে, রোহিতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় জায়গা এখনও কতটা। কিন্তু বুধবার অ্যাডিলেডের সন্ধ্যায় একটা জিনিস অন্তত স্পষ্ট-ভারতের ওয়ান ডে ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের গন্ধ মিলছে আগেই।

ভারতীয় সেনার সম্মানীয় পদে অলিম্পিক জয়ী নীরজ চোপড়া

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ ভারতের গর্ব, অলিম্পিক পদকজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে ভূষিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানটি রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এই ঘটনা ক্রীড়াজগত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা নীরজের ক্রীড়াঙ্গনের অসাধারণ অর্জন এবং দেশের প্রতি তার অঙ্গীকারকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। নীরজ চোপড়া, যিনি ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভেলিন থ্রোতে স্বর্ণপদক জিতে ভারতের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি এই সম্মানের মাধ্যমে আরও একটি মাইলফলক অর্জন করলেন। এর আগে তিনি ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জিতে বিশ্ব দরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এই অর্জন শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, দেশের যুব সমাজের জন্যও একটি প্রেরণার উৎস। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁর এই অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে ভূষিত করেছে, যা তাঁর ক্রীড়াঙ্গনের শৃঙ্খলা, উৎসর্গ এবং দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন।

হলান্ডের রেকর্ডের রাতে ম্যানচেস্টার সিটির সহজ জয়

সংবাদ সংস্থা, ভিলারিয়াল, ২২ অক্টোবরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। তাদের আরেক গোলদাতা বের্নার্দো সিলভা। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় এক ম্যাচ পর আবার জয়ের দেখা পেল সিটি। গত রাউন্ডে মোনাকোর বিপক্ষে ২-২ করেছিল প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচ শুরু হতেই এগিয়ে যেতে পারত সিটি, গোল পেতে পারতেন হলান্ড। কিন্তু দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা এই ফরোয়ার্ড ভালো পজিশনে থেকেও শট না নিয়ে পাস দেন সাভিনিয়োকে, তিনি আবার খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন জেরেমি ডোকুকে। পরে বল ক্লিয়ার করে ভিয়ারিয়াল। প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে আবার সুযোগ আসে হলান্ডের সামনে। এবার হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি সিটির জার্সিতে আগের আট ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া নরওয়ের তারকা। সপ্তদশ মিনিটে আর ভুল করেননি হলান্ড। ডান দিক থেকে রিকো লুইসের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ার শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হলান্ডের গোল হলো চারটি। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোল হলো ১৫টি। চলতি মরসুমে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে টানা ১২ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন হলান্ড। এরই সঙ্গে স্পর্শ করলেন সাত বছর আগে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর গড়া রেকর্ড। এই ১২ ম্যাচে হলান্ডে মোট গোল করেছেন ২৪টি। চাপ ধরে রেখে ৪০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সিলভা। সাভিনিয়োর ক্রসে হেডে গোলটি করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে প্রায় সমানতালেই চেষ্টা করে গেছে ভিয়ারিয়াল। গোলের জন্য সিটির চেয়ে একটি বেশি শটও নিয়েছে তারা কিন্তু কাজের কাজ করতে পারেনি। দারুণ এই জয়ের পর তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় আপাতত পঞ্চম স্থানে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি। গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে চারে আছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। আর পিএসজি, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলানের পয়েন্ট সমান ৯ করে।

পিএসজির ৭ গোলের বন্যায় ভেসে গেল লেভারকুজেন

সংবাদ সংস্থা, লেভারকুজেন, ২২ অক্টোবরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে নিজেদের মাঠে ভীষণ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে লেভারকুজেসেনর। তাদেরকে ৭-২ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। বড় ব্যবধানের জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপাধারীদের। তিন ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে তাদের পয়েন্ট ৯। গোল পার্থক্যে পিছিয়ে পরের দুটি স্থানে যথাক্রমে ইন্টার মিলান ও আর্সেনাল। চোট কাটিয়ে ফেরা উসমান দেম্বেলেকে বেঞ্চে রেখে খেলতে নামা পিএসজি লক্ষ্যে প্রথম শটেই এগিয়ে যায়। সপ্তম মিনিটে কর্নারের পর ডান দিক থেকে নুনো মেন্দেজের ছয় গজ বক্সে বাড়ানো ক্রসে হেডে জাল খুঁজে নেন উইলিয়ান পাচো। প্রথমার্ধের শেষভাগে দুই দলই ১০ জনের দলে পরিণত হয়। ৩৩তম মিনিটে দিজিরে দুয়েকে বাজেভাবে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লেভারকুজেনের মিডফিল্ডার রবের্ত আন্দগিশ। চার মিনিট পর ডি-বক্সে কোফানাকে ফাউল করে সরাসরি বহিস্কার হন পিএসজির ডিফেন্ডার ইল্লা জাবারনি। ওই পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা টানেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আলেইশ গার্সিয়া। যদিও তাদের সেই স্বস্তি অল্প কিছুক্ষণেই উধাও হয়ে যায়। বিরতির আগেই আরও তিনবার জালে বল জড়িয়ে লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয় পিএসজি। ৪১তম মিনিটে সতীর্থের পাস ডি-বক্সে ডি-বক্সে পেয়ে প্লেসিং শটে পিএসজিকে ফের এগিয়ে নেন দুয়ে। আর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তরুণ এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। তার দুই গোলের মাঝে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ফরোয়ার্ড খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া। ডি-বক্সে লেভারকুজেন বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২০ মিনিটে আরও দুটি গোল করে পিএসজি। ৫০তম মিনিটে মেন্দেজ জালে বল পাঠানোর পর, ৬৬তম মিনিটে স্কোরলাইনে নাম লেখান দেম্বেলে। তিন মিনিট আগেই বদলি নেমেছিলেন এবারের ব্যালন দ'র জয়ী ফরোয়ার্ড। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ সময়ে লেভারকুজেনের জালে বল পাঠান পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ভিতিনিয়া।

১৩ মিনিটে ৪ গোলের ঝড়ে আতলেতিকোকে উড়িয়ে দিল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২২ অক্টোবরঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৪-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটির অন্য দুটি গোল করেছেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি ও গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। গোলের মতো অন্য সব সূচকেও এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। ৫১ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৯ শট নেয় আর্তেতার দল, এর আটটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে আতলেতিকোর ১১ শটের কেবল একটি ছিল লক্ষ্যে। পঞ্চম মিনিটে প্রথম বড় সুযোগ পায় আর্সেনাল। এবেরেচি এজের শট একজনের গায়ে লেগে ফেরে ক্রসবারে ছুঁয়ে। ফিরতি বলে ডেক্লান রাইসের শট বেরিয়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। ২৫তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে গিয়ে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টায় বিপদ প্রায় ডেকে এনেছিলেন দাভিদ রায়া। সতীর্থের দ্রুত থ্রোয়ে জুলিয়ানো সিমিওনে যখন বল পান, তখনও পোস্ট থেকে অনেক দূরে ছিলেন আর্সেনাল গোলরক্ষক। তবে তার ভাগ্য ভালো দুরূহ কোণ থেকে সিমেওনের বাঁকানো শট ফাঁকা জালে জড়ায়নি, বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। ৩৬তম মিনিটে বুকায়ো সাকার ক্রসে খুব কাছ থেকে জালে বল পাঠান মার্তিনেল্লি। তবে ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড নিজেই অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। ৪৫তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে ফ্রি কিক লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আতলেতিকোর হুলিয়ান আলভারেজ। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে খুব কাছ থেকে হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান আর্সেনালের মার্তিনেল্লি, সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ। বিরতির পর একটুর জন্য জালের দেখা পাননি আলভারেজ। ৫০তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে তার গতিময় বাঁকানো শট ব্যর্থ হয় ক্রসবারে লেগে। সাত মিনিট পর এগিয়ে যায় আর্সেনাল। রাইসের ফ্রি কিকে ছুটে গিয়ে হেডে অনায়াসে জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। ৬৪তম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে ব্যবধান বাড়ান মার্তিনেল্লি। মাইলস লুইস-স্কেলির কাছ থেকে ডি বক্সের ভেতরে বল পেয়ে প্রথম স্পর্শে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। আতলেতিকো এই ধাক্কা সামাল দেওয়ার আগেই জোড়া গোলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেন ইয়োকেরেজ। ৬৭তম মিনিটে একটি ক্রসে এজে ঠিকঠাক শট নিতে না পারলে বল পেয়ে যান ইয়োকেরেজ। সঙ্গে লেগে থাকা খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে জালে বল পাঠান তিনি। মধ্য সেপ্টেম্বরের পর এটাই ক্লাবের হয়ে তার প্রথম গোল। পরের গোলের জন্য তার অপেক্ষা করতে হয় স্রেফ কয়েক মিনিট। ৭০তম মিনিটে রাইসের কর্নারের গোলমুখে হেড করেন মাগালিয়াইস। আতলেতিকোর এক খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে শরীর দিয়ে কেনোমতে জালে বল পাঠান ইয়োকেরেজ। টানা তৃতীয় জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত তিনে আছে আর্সেনাল। গোল পার্থক্যে তাদের চেয়ে এগিয়ে থেকে যথাক্রমে প্রথম দুটি স্থানে আছে গত আসরের দুই ফাইনালিস্ট পিএসজি ও ইন্টার মিলান। তিন ম্যাচে দ্বিতীয় হারের পর ১৮ নম্বরে নেমে গেছে আতলেতিকো।

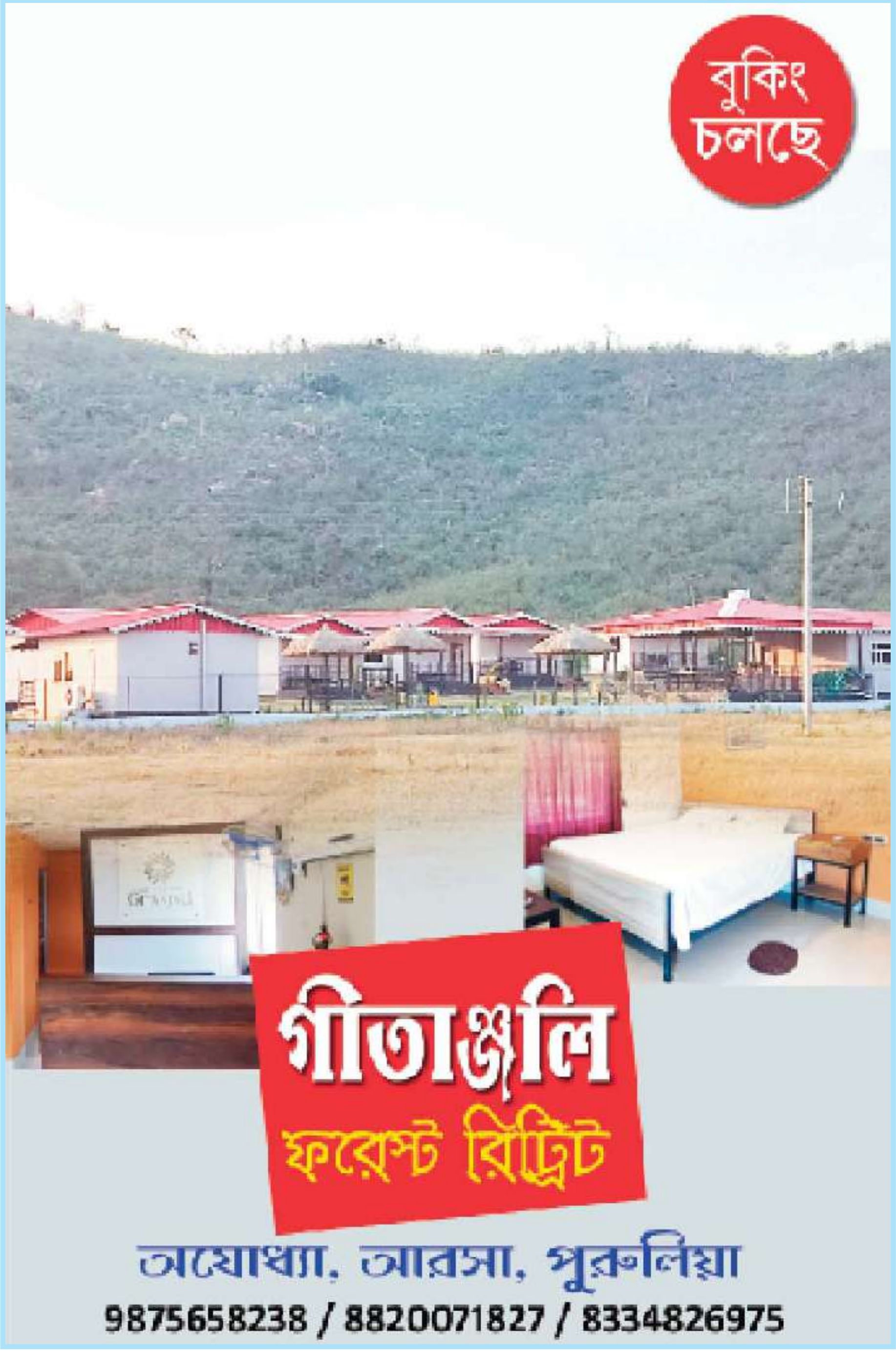

বার্সেলোনার গোল উৎসবে লোপেজের হ্যাটট্রিক

বিরতির পর অলিম্পিয়াকোসের ঘটনাবহুল গোলে যে নাটকীয়তার আভাস মিলল, তা মিলিয়ে যেতে একদমই সময় লাগল না। প্রতিপক্ষে একজন কমে যাওয়ার সুযোগে তাদেরকে পুরোপুরি চেপে ধরল বার্সেলোনা। ফের্মিন লোপেজের দারুণ হ্যাটট্রিকে বড় জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২২ অক্টোবরঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৬-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেছেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এবং তাদের আরেক গোলদাতা লামিনে ইয়ামাল। অক্টোবরের প্রথম দিনে এই প্রতিযোগিতায় ঘরের মাঠে পিএসজির বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। এর তিন দিন পর লা লিগায় তারা হেরে যায় সেভিয়ার বিপক্ষে, ৪-১ ব্যবধানে। সেই জোড়া ধাক্কা সামলে গত শনিবার ঘরোয়া লিগে জিরোনার বিপক্ষে জিতে পথে ফেরে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। এবার তারা ইউরোপ সেরা মঞ্চেও জয়ের পথে ফিরল। প্রথম দুই রাউন্ডে মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়া অলিম্পিয়াকোস কিক অফের পরপরই আক্রমণ শাণায়। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন দানিয়েল কাস্তেলো, দারুণ নৈপুণ্যে ঝাঁপিয়ে সেটা রুখে দেন ভয়চেখ স্ট্যান্সনি। এরপর টানা কয়েকটি আক্রমণ করে বার্সেলোনা এবং দ্রুত গোলও পেয়ে যায় তারা। সপ্তম মিনিটে বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে ফাঁকি দিয়ে গোলরক্ষককেও কাটাতে গিয়ে পারেননি ইয়ামাল, তখন বল ধরে জায়গা বানিয়ে বাঁ পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন লোপেজ। ২০তম আচমকা গোল খেতে বসেছিল বার্সেলোনা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে দানি গার্সিয়ার শটে বল আয়োজকদের একজনের গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, স্ট্যান্সনি আগেই অন্যদিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন তবে বল ক্রসবারে লাগলে বেঁচে যায় তারা। ৩৮তম মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয় বার্সেলোনা। ১৭ বছর বয়সী মিডফিল্ডার দ্রো ফের্নান্দেজের পাস ডি-বক্সে পেয়ে একজনকে কাটিয়ে, দুজনের মধ্যে দিয়ে জোরাল শটে গোলটি করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার লোপেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লড়াইয়ে নতুন প্রাণ ফেরায় গ্রিক ক্লাবটি। ৫০তম মিনিটে এল কাবি হেডে বল জালে পাঠালেও গোল মেলেনি, বরং এর আগের মুহূর্তে ডি-বক্সে ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়ার হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় সফরকারীরা। ওই স্পট কিক থেকে মরক্কোর ফরোয়ার্ড এল কাবিই ব্যবধান কমান। চার মিনিট পর আবার দৃশ্যপটে নতুন নাটকীয়তা মার্ক কাসাদোকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার সান্তিয়াগো, ১০ জনের দলে পরিণত হয় অলিম্পিয়াকোস। একজন কম নিয়ে আর শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি তারা। ৬৮তম মিনিটে ইয়ামালের সফল স্পট কিকে ফের দুই গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। র‍্যাশফোর্ডকে গোলরক্ষক কন্সতানতিনোস ফাউল করলে পেনাল্টিটি পায় তারা। কিছুক্ষণ পর দুই মিনিটে আরও দুবার জালে বল পাঠিয়ে বড় জয়ের পথে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ৭৪তম মিনিটে আলেহান্দ্রো বাল্দের ডি-বক্সে ছোট পাস পেয়ে শটে জালে বল পাঠান র‍্যাশফোর্ড। এরপর ডি-বক্সের মধ্যে থেকেই জোরাল হাফ ভলিতে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন লোপেজ। কদিন আগে চোট কাটিয়ে ফেরা ইয়ামালকে ওই দুই গোলের মাঝে তুলে নেন কোচ। বার্সেলোনার আক্রমণের ধার অবশ্য তাতে কমেনি। ৭৯তম মিনিটে পেদ্রির উঁচু করে বাড়ানো বল দারুণ এক ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণের নেওয়ার ফাঁকেই একজনকে কাটিয়ে, বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত শটে লক্ষ্যভেদ করেন র‍্যাশফোর্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে বার্সেলোনায় গিয়ে নিজেকে ফিরে পাওয়া এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের আসরে গোল হলো চারটি। তিন ম্যাচে দুই জয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৬। আরেকটি পরাজয়ে টেবিলে আরও নিচে নেওয়ার যাওয়ার শঙ্কায় পড়ে গেল অলিম্পিয়াকোস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com